সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

একুশে পদক ২০২৩

পদকপ্রাপ্ত কৃতীজনদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু **শেখ মুজিবুর রহমান**-এর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা

একুশে পদক ২০২৩

পদকপ্রাপ্ত কৃতীজনদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

একুশে পদক ২০২৩

একুশে পদক ২০২৩

একুশে পদক ২০২৩

উপদেষ্টা

কে এম খালিদ এমপি

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধান

মোঃ আবুল মনসুর

সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা পরিষদ

মুহম্মদ নূরুল হুদা, মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি

হাসনা জাহান খানম, অতিরিক্ত সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

এ জে এম আব্দুল্যাহেল বাকী, যুগ্মসচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

এ. এইচ. এম. লোকমান (যুগ্মসচিব), সচিব, বাংলা একাডেমি

বাবুল মিয়া, উপসচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মোঃ মনিরুজ্জামান, ব্যবস্থাপক, বাংলা একাডেমি প্রেস

সহযোগিতায়

মোঃ সাজেদুর রহমান, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

দিপংকর বিশ্বাস, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মতিন রায়হান, কর্মকর্তা, বাংলা একাডেমি

রাজীব কুমার সাহা, কর্মকর্তা, বাংলা একাডেমি

মোঃ ফরহাদ খান, উচ্চমান সহকারী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মোঃ আরাফাত হোসেন, কম্পিউটার অপারেটর, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মোঃ সাইফুল ইসলাম, বাংলা একাডেমি

আশরাফুজ্জামান (সুমন), বাংলা একাডেমি

প্রকাশকাল : ২০শে ফেব্রুয়ারি ২০২৩

মুদ্রণ : বাংলা একাডেমি প্রেস, ৩ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, ঢাকা ১০০০

সূচিপত্র

মহামান্য রাষ্ট্রপতির বাণী	৯-১০
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী	১১-১২
মাননীয় সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রীর বাণী	১৩-১৪
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির বাণী	১৫-১৬
মন্ত্রিপরিষদ সচিবের বাণী	১৭
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিবের বাণী	১৯-২০
২০২২ সালের একুশে পদকপ্রাপ্ত কৃতীজনদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	২১-৪৪
১৯৭৬ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত একুশে পদকপ্রাপ্ত কৃতীজনদের ও প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা	৪৫-৯২
২০১৮-২০২১ সাল পর্যন্ত একুশে পদক প্রদান অনুষ্ঠানের কিছু আলোকচিত্র	৯৩-১০০

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

৭ই ফাল্গুন ১৪২৯
২০শে ফেব্রুয়ারি ২০২৩

বাণী

বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখায় দেশের যেসকল বিশিষ্ট গুণিজন 'একুশে পদক ২০২৩' পেয়েছেন আমি তাঁদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও উষ্ণ অভিনন্দন জানাচ্ছি।

মহান ভাষা আন্দোলন আমাদের জাতীয় জীবনে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যিনি ১৯৪৮ সালে মাতৃভাষার দাবিতে গঠিত 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'-এর নেতৃত্ব দেন এবং কারাবরণ করেন। আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি মাতৃভাষা বাংলার অধিকার আদায়ে জীবন উৎসর্গকারী ভাষাশহিদ রফিক, সালাম, বরকত, জব্বার, শফিউরসহ নাম না জানা শহিদদের। শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি তৎকালীন গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্তসহ সকল ভাষাসংগ্রামীকে, যাঁদের দূরদৃষ্টি, অসীম ত্যাগ, সাহসিকতা, সাংগঠনিক দক্ষতা ও তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত পরিণতি পায়।

১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিত্ত্বের ভিত্তিতে ব্রিটিশশাসিত ভারত ভেঙে ভারত-পাকিস্তান দুই দেশের জন্ম হয়। হাজার কিলোমিটার দূরত্বের ব্যবধানে অবস্থিত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ভাষা ও সংস্কৃতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করা হলে বাঙালি ঝাঁপিয়ে পড়ে মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষার লড়াইয়ে। মূলত ভাষা আন্দোলন ছিল আমাদের মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি নিজস্ব জাতিসত্তা, স্বকীয়তা ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষারও আন্দোলন। আমাদের স্বাধিকার, মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে অমর একুশের অবিনাশী চেতনাই জুগিয়েছে অফুরন্ত প্রেরণা ও অসীম সাহস। ফেব্রুয়ারির রক্তঝরা পথ বেয়েই অর্জিত হয় মাতৃভাষা বাংলার স্বীকৃতি এবং সে ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালে আসে বাঙালির চিরকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা, যার নেতৃত্ব দিয়েছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৯৯ সালে কয়েকজন প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রাথমিক উদ্যোগ এবং সর্বোপরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ ও ঐকান্তিক চেষ্টায় জাতিসংঘ কর্তৃক ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এটি জাতি হিসেবে আমাদের অন্যতম গৌরবময় অর্জন। মাতৃভাষা এবং নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে আমাদের মাতৃভাষা দিবস আজ পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের মায়ের ভাষাকে সম্মান জানানোর উৎসবে পরিণত

হয়েছে। এছাড়া ২০১০ সালে ইউনেস্কোর একদল ভাষাবিজ্ঞানীর দীর্ঘ গবেষণার পর পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রুতিমধুর ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করে আমাদের মাতৃভাষা 'বাংলা'।

বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় অমর একুশের চেতনা আজ অনুপ্রেরণার অবিরাম উৎস। তবে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির যথাযথ চর্চা ও সংরক্ষণে আমাদের আরও যত্নবান হতে হবে। একুশে পদকে ভূষিত জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের সম্মানিত করার মধ্য দিয়ে দেশে মেধা ও মননচর্চার ক্ষেত্র আরও সম্প্রসারিত হবে বলে আমি মনে করি। একুশে পদকপ্রাপ্ত বিশিষ্ট নাগরিকগণ নিরন্তর প্রচেষ্টা ও সাধনার মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সংস্কৃতির বিকাশে আরও অবদান রাখবেন–এ প্রত্যাশা করি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৭ই ফাল্গুন ১৪২৯
২০শে ফেব্রুয়ারি ২০২৩

বাণী

প্রতি বছর মহান ভাষা আন্দোলনের অমর শহিদগণের স্মরণে একুশে পদক প্রদান আমাদের সকলকে জাতীয়তাবোধের চেতনায় ভীষণভাবে উজ্জীবিত করে। যুগে যুগে অধিকার-সচেতন বাঙালি জাতির বীরত্বগাথা লিপিবদ্ধ হয়েছে লড়াই-সংগ্রাম ও আত্মোৎসর্গের মাধ্যমে অর্জনের ইতিহাসে। ভাষা আন্দোলনে বাঙালির আত্মত্যাগের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদের যে লড়াই শুরু হয়, তারই ধারাবাহিকতায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে হাজার বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়ার বাসনায় পূর্ব বাংলার মানুষ একটি স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে সফলতা লাভ করে। আমরা পাই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি যে সকল বীর শহিদ আমাদের মাতৃভাষা বাংলা'র মর্যাদা রক্ষা করতে প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন, আজ আমি তাদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। আমি পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নেতৃত্ব দানকারী সে সময়ের তরুণ ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল ভাষাসৈনিকগণকে, যাদের দূরদর্শী ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে এবং চরম আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমাদের মা, মাটি ও মানুষের অস্তিত্ব রক্ষা হয়েছে।

একুশের শহিদগণ যেমন জাতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান, তেমনি দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রের সকল গুণিজন জাতির গর্ব ও অহংকার। যদিও প্রকৃত গুণিজন পুরস্কার বা সম্মাননার আশায় কাজ করেন না, তবু পুরস্কার-সম্মাননা জীবনের পথ চলায় নিরন্তর প্রেরণা জোগায়। একুশের চেতনাকে ধারণ করে দেশের শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির বিকাশ এবং আলোকিত সমাজ বিনির্মাণে যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভূত অবদান রাখছেন, তাঁদের সকলের প্রতি সম্মান জানিয়ে আমরা গৌরবময় একুশে পদক প্রদান করছি। ইতঃপূর্বে প্রতি বছর বাংলাদেশের অল্প সংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে জাতীয় পর্যায়ে তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ একুশে পদকে ভূষিত করা হতো। পদকপ্রাপ্তদের সম্মানি অর্থের পরিমাণও ছিল যৎসামান্য। আওয়ামী লীগ সরকারে মেয়াদে পদক প্রাপ্ত বরেণ্য ব্যাক্তিদের পুরস্কার হিসেবে প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ কয়েক দফা বৃদ্ধি করে গত ২০২০ সালে আমরা চার লাখ টাকায় উন্নীত করেছি। জাতীয় জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের

স্বীকৃতিস্বরূপ এ পর্যন্ত মোট ৫৪৪ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও স্বনামখ্যাত প্রতিষ্ঠানকে একুশে পদক প্রদান করা হয়েছে। ২০২৩ সালে আমরা মোট ১৯ জন বিশিষ্ট নাগরিক ও ২টি প্রতিষ্ঠানকে এই পদকের জন্য মনোনীত করেছি। এবারে আমরা ভাষা আন্দোলনে ভূমিকা রাখার জন্য তিনজন, ভাষা-সাহিত্যে একজন, শিল্পকলায় আটজন, মুক্তিযুদ্ধে একজন, সাংবাদিকতায় একজন, গবেষণায় একজন, শিক্ষায় একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও একটি প্রতিষ্ঠান, সমাজসেবায় একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও একটি প্রতিষ্ঠান এবং রাজনীতিতে দুইজনকে এই পদক প্রদান করছি। যারা মরণোত্তর পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন তাঁদের আত্মার শান্তি প্রার্থনা করছি। আর যারা আজ পুরস্কার গ্রহণ করছেন তাদেরকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আমরা জাতির পিতার আদর্শকে ধারণ করে গত ১৪ বছরে দেশের আর্থ-সামাজিক খাতের প্রতিটি ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধন করেছি। বাংলাদেশকে আজ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছি। বর্তমানে আমরা ২০ বছর মেয়াদি দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছি। ২০৪১ সালের বাংলাদেশ হবে স্মার্ট বাংলাদেশ। আমাদের জনগণ, অর্থনীতি, সরকার ও সমাজ ব্যবস্থা পুরোটাই হবে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর। আমি আশা করি, এবারের একুশে পদকপ্রাপ্ত গুণিজন এবং প্রতিষ্ঠানের পথ অনুসরণ করে তরুণ প্রজন্ম জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে সক্রিয় ভূমিকা রাখার পাশাপাশি বাঙালির গৌরবময় ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে আমাদের ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করবে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

কে এম খালিদ এমপি
প্রতিমন্ত্রী
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৭ই ফাল্গুন ১৪২৯
২০শে ফেব্রুয়ারি ২০২৩

বাণী

ভাষা একটা জনগোষ্ঠী বা জাতিগোষ্ঠীর স্বকীয়তা, আত্মপরিচয়, আত্মবিকাশের প্রথম এবং প্রধান সত্তা। ভাষা জাতির নিত্য বহমান হৃদয় নদী। একে অবাধে চলতে দেওয়া মানে জাতির অস্তিত্ব রক্ষা করা। বাংলা ভাষা সেই অহংকার বুকে ধারণ করে সহস্র বছর ধরে বয়ে চলছে এই সমতটে। আমাদের মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষার্থে ১৯৫২ সালে যেসব নিঃশঙ্ক সৈনিক রাজপথে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন সেসব ভাষাশহিদের প্রতি জানাচ্ছি বিনম্র শ্রদ্ধা। আমি মহান শহিদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে বাংলা ভাষাভাষীসহ বিশ্বের সকল ভাষা ও সংস্কৃতির জনগণকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। শ্রদ্ধা জানাই ভাষা আন্দোলনের অগ্রসৈনিক, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং সকল ভাষাসৈনিকের প্রতি। ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-শিল্প-সমাজ-গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিবেদিতপ্রাণ যেসব বিশিষ্ট নাগরিক একুশে পদক ২০২৩-এ ভূষিত হয়েছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। আজ পদক প্রদানের মাধ্যমে তাঁদের অসামান্য প্রতিভা ও সাধনার প্রতি সম্মাননা জানাতে পেরে আমরা আনন্দিত।

মহান একুশে ফেব্রুয়ারির সেই রক্তস্নাত গৌরবের সুর বাংলাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে আজ বিশ্বের ১৯৩টি দেশের মানুষের প্রাণে অনুরণিত হয়। ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য কানাডা প্রবাসী সালাম ও রফিকসহ কয়েকজন বাঙালি উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ সরকার জাতিসংঘে প্রস্তাব উত্থাপন করে। যার ফলে ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। যার ফলে বাংলা ভাষা দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বপরিসরে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে। ২০১০ সালে ইউনেস্কোর একদল ভাষাবিজ্ঞানীর দীর্ঘ গবেষণার পর আমাদের প্রিয় মাতৃভাষা বাংলা পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রুতিমধুর ও মিষ্টি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করে।

একুশ আমাদের অবিনাশী চেতনা, স্বাধীনতা অর্জনের বীজমন্ত্র। ভাষা আন্দোলনের পথ ধরে দীর্ঘ পথপরিক্রমায় বিভিন্ন ন্যায়সংগত ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। অমর একুশে তাই আমাদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতীক। একুশ এলেই আমরা সকল ভেদাভেদ ভুলে নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ হই, ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার শপথ গ্রহণ করি।

আমাদের বিশ্বাস, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রদত্ত একুশে পদকপ্রাপ্ত বিশিষ্ট নাগরিকগণ দেশের উন্নয়ন, অগ্রযাত্রাকে সমুন্নত রেখে সংস্কৃতির বিকাশে তাঁদের নিরন্তর প্রচেষ্টা ও সাধনা অব্যাহত রাখবেন।

প্রতি বছরের মতো এবারও একুশে পদকপ্রাপ্ত দেশের বিশিষ্ট গুণিজনদের সংক্ষিপ্ত জীবনী নিয়ে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উদ্যোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

আমি 'একুশে পদক ২০২৩' প্রদান অনুষ্ঠানের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

কে এম খালিদ এমপি

সিমিন হোসেন (রিমি) এমপি
সভাপতি
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত
সংসদীয় স্থায়ী কমিটি

৭ই ফাল্গুন, ১৪২৯
২০শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

বাণী

২০২৩এ যাঁরা একুশে পদকে ভূষিত হচ্ছেন সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি ভাষাশহিদদের। একুশের চেতনাকে সমুন্নত রাখা এবং ভাষাশহিদদের অমর স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে প্রতিবছর একুশে পদক প্রদান করা হয়। দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখা ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানকে এই সম্মাননায় ভূষিত করা হয়। দেশের এই কৃতী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান একুশের চেতনাকে হৃদয়ে ধারণ করে একটি প্রতিশ্রুতিশীল সমাজ গঠনে আত্মনিয়োগ করবেন, এই আশা ব্যক্ত করছি।

মহান ভাষা আন্দোলন সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণের আন্দোলন। এই আন্দোলন একটি জাতিসত্তাকে সংহত করে একটি জাতিরাষ্ট্রের ভিত্তি গড়ে দিয়েছে। বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারি সরকারি বাহিনীর গুলিতে নিহত শহিদের রক্ত ভাষার প্রশ্নে বৃহত্তর এক্য প্রতিষ্ঠায় সব বাধা ভেঙে চুরমার করে দেয়। পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার দাবি বাঙালিমাত্রের প্রাণের দাবি হয়ে ওঠে। এ সময় ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে যেমন তৈরি হয়েছে প্রবল আবেগ তেমনি পাকিস্তান সরকারের নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে ক্রমেই বেড়েছে প্রতিরোধ ক্ষোভ। এর চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৫৪-র নির্বাচনে, হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্টের বিপুল বিজয় অর্জনে। মুসলিম লীগের হয় ভরাডুবি। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই বাংলার এই অঞ্চলের মানুষের প্রতি যে বৈরিতা ছিল পাকিস্তান সরকারের, তা আরও বেড়ে যায়। কিন্তু এসব ছাপিয়ে '৫৪-র নির্বাচনে জয়লাভ বাঙালি জাতির মুক্তির পথে এগিয়ে যাওয়ার নতুন পথরেখা তৈরি করে।

একুশে ফেব্রুয়ারির আলোকশিখা আজ সারা বিশ্বে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে গৌরবময় আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে। শুধু বাঙালি নয়, বিশ্বের প্রতিটি জাতির মাতৃভাষার মর্যাদা, স্বাধিকার ও সংগ্রামের দুর্জয় অনুপ্রেরণা সৃষ্টির চির অনির্বাণ শিখার দীপ্তিতে দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়েছে একুশে ফেব্রুয়ারি। মহান একুশ এ দেশের মানুষকে শিখিয়েছে আত্মত্যাগের মন্ত্র, বাঙালিকে করেছে মহীয়ান। জাতি হিসেবে আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ অসাম্প্রদায়িক চেতনার ধারক অমর একুশে। ভাষা আন্দোলনের পথ ধরেই এসেছে মহত্তর স্বাধীনতার চেতনা।

প্রকৃতপক্ষে মাতৃভাষার অধিকার রক্ষায় ভাষা আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৪৮-এর ১১ই মার্চ তারুণ্যের জাগরণের মধ্যে দিয়ে। একুশে ফেব্রুয়ারি যুগে যুগে আমাদের প্রেরণার উৎস হয়ে আছে ও থাকবে। মহান একুশের চেতনায় জাগ্রত মানুষ অতীতের মতো ঐক্যবদ্ধভাবে সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেশের আর্থসামাজিক বিকাশ বেগবান রাখবে–এই হোক একুশের অঙ্গীকার।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

সিমিন হোসেন

সিমিন হোসেন রিমি এমপি
লেখক ও সমাজকর্মী

মোঃ মাহবুব হোসেন
মন্ত্রিপরিষদ সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৭ই ফাল্গুন ১৪২৯
২০শে ফেব্রুয়ারি ২০২৩

বাণী

একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতির জীবনে গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতিবিজড়িত একটি দিন। ১৯৫২ সালের এই দিনে পাকিস্তানি স্বৈরশাসকদের বাধা উপেক্ষা করে মাতৃভাষার অধিকার আদায়ের জন্য ভাষাসৈনিকগণ নির্ভয়ে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। আমি সকল ভাষাসৈনিকদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি এবং শহিদদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। আমি বিনম্রচিত্তে স্মরণ করছি বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার লড়াইয়ে নেতৃত্বদানকারী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

একুশের চেতনা বাঙালির মূল্যবোধ, মুক্তিযুদ্ধ ও গণতন্ত্রের প্রতীক। এ চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে একটি স্বাধীন, সার্বভৌম, ধর্মনিরপেক্ষ ও নিরক্ষরতামুক্ত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্য অর্জনে প্রতিটি সেক্টর একযোগে দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়ে যাওয়ায় বাংলাদেশ আজ বিশ্বদরবারে উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে।

প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারি বিশ্বব্যাপী একযোগে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে পালন করা হয়। বাংলা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের অংশ হিসেবে এ বছরও জাতীয়ভাবে ১৯ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ২টি প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রীয় সম্মাননা জ্ঞাপন করা হচ্ছে। একুশে পদকপ্রাপ্ত সকল সুধীজন ও প্রতিষ্ঠানকে জানাই প্রাণঢালা অভিনন্দন। তাঁদের জীবনদর্শন, মেধা ও দেশপ্রেম নতুন প্রজন্মের জন্য অনুকরণীয় হয়ে থাকবে। বর্তমান প্রজন্মকেও মাতৃভাষা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস শিক্ষা দিয়ে উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় তাঁদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

আমি সকলকে শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানাই।

জয় বাংলা।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ মাহবুব হোসেন
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মোঃ আবুল মনসুর
সচিব
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৭ই ফাল্গুন ১৪২৯
২০শে ফেব্রুয়ারি ২০২৩

বাণী

একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের জাতীয় জীবনে একটি ঐতিহাসিক দিন। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি পূর্ব বাংলার প্রতিবাদী ছাত্রসমাজ ও আপামর জনগণ পাকিস্তানি অপশক্তির চাপিয়ে দেওয়া রাষ্ট্রভাষার প্রতিবাদে রুখে দাঁড়িয়েছিল। ঢাকার রাজপথ সেদিন শহিদদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল। এভাবে মাতৃভাষা বাংলা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। 'একুশ' শুধু মাতৃভাষা অধিকারের আন্দোলন ছিল না। বাঙালির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারকে সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রামী প্রত্যয় ছিল একুশ। একুশে ফেব্রুয়ারি তাই বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের অপর নাম।

একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের পথকে অবারিত করেছিল। ভাষাআন্দোলনের রক্তরাঙা পথ বেয়ে '৫৪-এর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন, '৬২-র শিক্ষা আন্দোলন, '৬৬-র ছয় দফা আন্দোলন, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, '৭০-এর সাধারণ নির্বাচন ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পন্ন হয়। একাত্তরের নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। এই জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য বাঙালিকে ২৩ বছর লড়াই-সংগ্রাম করতে হয়েছিল। সেই সংগ্রামেরও মূলমন্ত্র ভাষাসংগ্রামের মধ্যেই নিহিত ছিল।

একুশে ফেব্রুয়ারির মহান ভাষা আন্দোলন বাঙালির জাতিসত্তা ও সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অমর একুশে বাঙালির সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে। একুশের চেতনায় জাতি ক্রমাগত সমৃদ্ধি ও উৎকর্ষ লাভ করেছে। আজ অমর একুশে বিশ্বদরবারে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি অর্জন করেছে। বিশ্বের নানা দেশে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের মাধ্যমে নানা জাতিগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতির মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এভাবে একুশের বাণী ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্বময়।

এবারের একুশে উদ্‌যাপন নানাদিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। জাতীয় সংস্কৃতির শক্তিকে সামনে নিয়ে উন্নয়ন ও উৎকর্ষের মহাসড়ক ধরে বাঙালি জাতি যে পর্যায়ে উপনীত হয়েছে, সেই আনন্দঘন সময়ে প্রদান করা হচ্ছে ২০২৩ সালের একুশে পদক। বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতী ও গুণিজন এবং জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানরা এই পুরস্কার লাভ করছেন। উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য আবার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানও এই পদক পেয়ে থাকে।

অমর একুশের শহিদদের স্মরণে প্রবর্তিত একুশে পদক প্রদান অনুষ্ঠানে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি ভাষা আন্দোলনের পথিকৃৎ বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। বিনম্রচিত্তে স্মরণ করছি ভাষাশহিদদের, যাঁরা সেদিন নিঃশঙ্কচিত্তে ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের, যাঁরা দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য সেদিন প্রাণদান করেছিলেন। একটি গণতান্ত্রিক, বাঙালি জাতীয়তাবাদী, অসাম্প্রদায়িক ও অর্থনৈতিকভাবে সুষম রাষ্ট্র বিনির্মাণের জন্য মানুষের অপরিসীম লড়াই ও আত্মত্যাগের কথা জাতি চিরদিন স্মরণ রাখবে।

এবার একুশে পদকে ভূষিত গুণিজনদের আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। তাঁদের সৃজনশীল কর্ম ও অবদান বাঙালি জাতি চিরদিন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ রাখবে। একুশের চেতনাকে ধারণ করে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি একদিন বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়বে–এ আমাদের সুগভীর প্রত্যাশা। একুশে ফেব্রুয়ারি অমর হোক, সার্থক হোক।

জয় বাংলা
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবুল মনসুর
সচিব

২০২৩ সালের একুশে পদকপ্রাপ্ত কৃতীজনদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

খালেদা মনযুর-ই-খুদা

খালেদা মনযুর-ই-খুদা ভাষাসংগ্রামী এবং মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক। যিনি খালেদা ফেন্সি খানম নামে সমধিক পরিচিত। সর্বগুণী এ মহীয়সী নারী ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে ১৪৪ ধারার মধ্যে আহত ভাষাসৈনিকদের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে রক্ত দেন। ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন মিছিলে তাঁর সরাসরি অংশগ্রহণ এবং ফটোগ্রাফ পাওয়া যায়। বগুড়া ক্যান্টনমেন্টে 'বিজয়াঙ্গন' নামে মিউজিয়ামে ভাষা আন্দোলনের মিছিলে কালো বই হাতে সাদা শাড়ি পরা ফেন্সি খানমকে ভাষাসৈনিক জাহানারা ইমামের সঙ্গে ছবিতে দেখা যায়। তিনি পঞ্চাশের দশকে তৎকালীন পাকিস্তানের বেতার শিল্পী এবং টেলিভিশনে 'মহিলা অঙ্গন' নামে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছেন। ওই সময়ে নারীদের জন্য 'গৃহিণী শিল্পকলা একাডেমী' নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করেছিলেন। তিনি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবসের বার্তা আসতেই তিনি স্কুলের ইউনিফরম ও জামা দিয়ে জাতীয় পতাকা তৈরি করে পল্টনের আওয়ামী লীগ অফিসে উত্তোলন করেন। ২০০৫ সালে লেখিকা সংঘ থেকে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। তিনি বাংলা একাডেমির জীবন সদস্য এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে নিজ অর্থায়নে মনযুর-ই-খুদা নামে মেধাবী শিক্ষার্থীদের স্বর্ণপদক প্রদান চালু করেছেন।

ভাষা আন্দোলনে গৌরবজনক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ খালেদা মনযুর-ই-খুদাকে ২০২৩ সালের 'একুশে পদক'-এ ভূষিত করা হলো।

বীর মুক্তিযোদ্ধা এ. কে. এম. শামসুল হক (মরণোত্তর)

এ. কে. এম. শামসুল হক একজন ভাষাসৈনিক, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ও রাজনীতিবিদ। রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও আদর্শ ছিল তাঁর চরিত্রের একটি বিশেষ দিক। শামসুল হক ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে জনতার মিছিলে অংশগ্রহণ করেন এবং গ্রেফতার হয়ে ঢাকা কারাগারে যান। কারগারে থাকাকালীন তিনি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে পরিচিত হন। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে তিনি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সমগ্র কিশোরগঞ্জে জনসংযোগ করেন এবং পরবর্তী সময়ে কারাভোগ করেন। ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলনেও তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং কারাবরণ করেন। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানেও ছিল তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ। ১৯৭০ সালে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে তিনি ময়মনসিংহ-২৬ আসনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ৩ ও ১১ নং সেক্টরে মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করে ভারতে প্রশিক্ষণের জন্য ভারতে পাঠানোর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৮৬ ও ১৯৯৬ সালের জাতীয় নির্বাচনে তিনি ১৬৫ কিশোরগঞ্জ-১ আসনে জয়লাভ করেন। ১৯৮৩ সালে তিনি আওয়ামী লীগ কিশোরগঞ্জের জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং আমৃত্যু তিনি সে পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অত্যন্ত স্নেহভাজন সহকর্মী এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আস্থাভাজন হয়ে আমৃত্যু তিনি দেশের মানুষের সেবা করে গেছেন।

ভাষা আন্দোলনে গৌরবজনক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বীর মুক্তিযোদ্ধা এ. কে. এম. শামসুল হককে ২০২৩ সালের ‘একুশে পদক’ (মরণোত্তর)-এ ভূষিত করা হলো।

হাজী মোঃ মজিবর রহমান

হাজী মোঃ মজিবর রহমান একজন ভাষাসংগ্রামী ও মুক্তিযোদ্ধা। তিনি ১৯৪৮ সালে বদরগঞ্জ স্কুলের কয়েকজন ছাত্রসহ ঢাকাস্থ রেসকোর্স ময়দানে ন্যাশনাল গার্ডের মিটিং-এ আসেন। সেখানে কায়েদে আজম উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করেন। একই ভাষণ কায়েদে আজম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে প্রদান করলে তিনিসহ অন্যান্য ছাত্ররা একবাক্যে না...না...না বলে প্রতিবাদ করে রাজপথে প্রতিবাদ মিছিল করেন। মিছিল শেষে বিভিন্ন স্থানে পোস্টার লাগিয়ে প্রচারণায় অংশ নেন এবং পরদিন তিনি ট্রেনযোগে বদরগঞ্জ ফিরে প্রতিবাদের জন্য সকলকে সংগঠিত করতে শুরু করেন। নাগের হাটের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা জিতেন দত্ত ও নফল মুন্সীর সঙ্গে পরামর্শ করে লোহানী পাড়া, সাহেবগঞ্জ, কদমতলাসহ অনেক স্থানে গোপনে মিটিং করে আন্দোলন জোরদার করেন। এরপর কারমাইকেল কলেজে ছাত্রনেতা মতিয়ার, অধ্যাপক নুরুল ইসলাম, সুফী মোতাহার হোসেন প্রমুখের সঙ্গে রাস্তায় মিছিল করেন। তাঁদের এ প্রতিবাদের জন্য ১৭ জন ছাত্রের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছিল। এছাড়া তিনি ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের কুচবিহারে ট্রেনিং গ্রহণ করে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকার্যে গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের অন্যতম সাক্ষী হিসেবে আদালতে সাক্ষ্য প্রধান করেন।

ভাষা আন্দোলনে গৌরবজনক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ হাজী মোঃ মজিবর রহমানকে ২০২৩ সালের ‘একুশে পদক’-এ ভূষিত করা হলো।

মাসুদ আলী খান

মাসুদ আলী খান বাংলাদেশের খ্যাতনামা নাট্যব্যক্তিত্ব। তিনি ছাত্রজীবনে 'রানা প্রতাপ সিং' চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে নাট্যজীবন শুরু করেন এবং দীর্ঘ প্রায় ৭০ বছর নাট্যাভিনয়ে যুক্ত আছেন। তিনি মহান রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের কর্মী ছিলেন এবং সে সময় 'অগ্রণী শিল্পী সংঘ'-এর সদস্য ছিলেন, তিনি সেখানে গণসংগীত ও নাটকের স্কোয়াড পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ১৯৫০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে এখন পর্যন্ত শতাধিক বেতার নাটকে অভিনয় করেন। তিনি ১৯৫৮ সালে এদেশের প্রথম থিয়েটার গ্রুপ 'ড্রামা সার্কল'-এ যোগ দেন এবং ১১টি মঞ্চনাটকে অংশগ্রহণ করেন। 'ড্রামা সার্কল' এদেশে 'গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন' এবং 'লেজিটিমেট থিয়েটার'-এর প্রথম প্রবক্তা। ১৯৬৬ সাল থেকে বাংলাদেশ টেলিভিশনে টিভি নাটক, মেগা সিরিয়াল ও টেলিফিল্মে অভিনয় করেছেন। এছাড়া তিনি ১৫টি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। ১৯৭২ সালে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও পরে পর্যটন কর্পোরেশনে যোগ দেন। ম্যানেজার থেকে জেনারেল ম্যানেজার হয়ে ১৯৮৮ সালে সচিব হিসেবে অবসর নেন। তিনি ২০১৯ সালে শিল্পকলা পদকসহ অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন।

শিল্পকলা (অভিনয়)-এ গৌরবজনক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মাসুদ আলী খানকে ২০২৩ সালের 'একুশে পদক'-এ ভূষিত করা হলো।

শিল্পকলা (অভিনয়)

শিমূল ইউসুফ

শিমূল ইউসুফ একজন নির্দেশক, অভিনয়শিল্পী ও সংগীতশিল্পী। ৩৫ বছরের অভিনয়জীবনে দেশে-বিদেশে ৩০টির বেশি মঞ্চনাটকের ২০০০-এর অধিক প্রদর্শনী করেছেন। তাঁর একক অভিনীত নাটক 'বিনোদিনী' ফিলিপাইনের ম্যানিলাতে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কো আইটিআই আয়োজিত আন্তর্জাতিক নাট্য উৎসবে মঞ্চস্থ হয়ে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে। রাজনৈতিক জীবনে তিনি ১৯৬৯ থেকে ১৯৭০ সালে গণঅভ্যুত্থানে গণসংগীত পরিবেশন করে জনতাকে উদ্বুদ্ধ করেন। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র সংরক্ষণে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তাঁর নির্দেশনা ও অভিনয়ে নাটক পরিবেশিত হয়েছে। 'কিত্তনখোলা', 'কেরামতমঙ্গল', 'দ্যা টেম্পেস্ট', 'হাত হদাই', 'যৈবতী কন্যার মন, 'বনপাংশুল', 'প্রাচ্য', 'বিনোদিনী' প্রভৃতি নাটকে অভিনয়ের জন্য তিনি অর্জন করেছেন 'আমাদের কালের মঞ্চকুসুম' অভিধা। তাঁর নির্দেশনায় 'ধাবমান' ও 'পুত্র' নাটক বাংলাদেশ ও ভারতে দর্শকপ্রিয়তা লাভ করে। এছাড়াও তাঁর গাওয়া লালনসংগীত, নজরুলসংগীত, একুশের গান, দেশের গান এবং গণসংগীতের অডিও ক্যাসেট এবং সিডি দেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। তিনি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১১ এবং শ্রেষ্ঠ অভিনয়শিল্পী ২০০৫ হিসেবে বাচসাস পুরস্কার পেয়েছেন। এছাড়া শ্রেষ্ঠ অভিনয়শিল্পী ২০০৪ হিসেবে রুদ্র পদক, লোকনাট্যদল পদক ১৯৯৪, ১৯৯৮ লাভ করেন।

শিল্পকলা (অভিনয়)-এ গৌরবজনক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ শিমূল ইউসুফকে ২০২৩ সালের 'একুশে পদক'-এ ভূষিত করা হলো।

শিল্পকলা (সংগীত)

মনোরঞ্জন ঘোষাল

মনোরঞ্জন ঘোষাল একজন সংগীতশিল্পী ও মুক্তিযোদ্ধা। ১৯৬৩ সালে জগন্নাথ কলেজে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র থাকা অবস্থায় আওয়ামী লীগ-এর সকল মিটিং, মিছিল ও গণসংগীতে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৬৫ সালে বেতার ও টেলিভিশনে কণ্ঠশিল্পী হিসেবে সংগীত পরিবেশন শুরু করেন। ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানে সংগীতশিল্পী হিসেবে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ১৯৬৯ সালে ইডেন হোটেলে আওয়ামী লীগ-এর সিটি কাউন্সিলর হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালের ৩১শে মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনী সেন্ট গ্রেগরী স্কুল থেকে ধরে নিয়ে জগন্নাথ কলেজে আরও ৩২ জনসহ আটকে রাখে এবং সন্ধ্যায় দশ জন করে চোখ ও হাত বেঁধে শাঁখারী বাজার জজ কোর্ট ও পুরানো বাংলাদেশ ব্যাংক-এর তিনমাথায় দাঁড় করিয়ে ব্রাশফায়ার করে। পরে তাদের নিয়ে জজ কোর্টের সামনে অবস্থিত বাগানে গর্ত খুঁড়ে মাটিচাপা দেওয়ার সময় প্রচণ্ড বৃষ্টি আসায় পাকিস্তানি সৈন্যরা চলে যায়। তাঁর হাত ও চোখ বাঁধা ছিল। তিনি দাঁত দিয়ে হাতের বাঁধন কেটে এবং হাত দিয়ে চোখের বাঁধন খুলে ভাগ্যক্রমে বেঁচে যান। সেখান থেকে তিনি ভারতে গিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যোগদান করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিরুদ্ধে ডবল ডিমাই সাইজের ১৮ পৃষ্ঠা 'যেহেতু বাঙালি' নামে লিফলেট প্রকাশ করেন। এজন্য তাকে সাত মাস ঢাকার বাইরে পালিয়ে থাকতে হয়। তাঁর প্রকাশিত গবেষণা/প্রবন্ধ ও উপন্যাসের সংখ্যা ৬টি। তিনি ভাষাসৈনিক আব্দুল মতিন স্মৃতি সম্মাননা, আকাশবাণী সম্মাননা, বিশুদ্ধানন্দ শান্তি পুরস্কার, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সম্মাননাসহ অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেছেন।

শিল্পকলা (সংগীত)-এ গৌরবজনক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মনোরঞ্জন ঘোষালকে ২০২৩ সালের 'একুশে পদক'-এ ভূষিত করা হলো।

গাজী আব্দুল হাকিম

গাজী আব্দুল হাকিম দেশের একজন বিশিষ্ট বংশীবাদক। ১৯৭৪ সালে খুলনা বেতারে তাঁর পেশাগত সংগীতজীবন শুরু হয়। বাংলাদেশের অধিকাংশ প্রখ্যাত এবং জনপ্রিয় সংগীত শিল্পীদের প্রথম অডিও অ্যালবামে তিনি কাজ করেছেন। তিনি বাঁশিতে 'ঘরে ফেরা' নামে এক ঘণ্টার একটি ড্রামা অ্যালবাম তৈরি করেছেন। এছাড়াও রয়েছে অ্যালবাম 'আমার ভালোবাসা', 'সমুদ্রে বিকেল', 'সুরের ইন্দ্রজাল' প্রভৃতি। তিনি ১৯৯৪ সালে হাউজ অব কমন্সে একক বাঁশি পরিবেশন করেছেন। প্যারিস থিয়েটার, কমনওয়েলথ সামিট ইন ক্যানবেরাতেও পরিবেশন করেছেন বাঁশির একক বাদনশৈলী। তিনি বাঁশির সুর ছড়িয়েছেন আমেরিকা, কানাডা, আলজেরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, জার্মানি, ইতালি, হল্যান্ড, মরক্কো, তিউনিশিয়া, ফ্রান্স, চীন, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, সিঙ্গাপুর, হংকং, মালয়েশিয়া, দুবাইসহ পৃথিবীর অনেক দেশে। তিনি ফোক, ওয়েস্টার্ন এবং ভারতীয় উচ্চাঙ্গের মেলবন্ধন করেছেন লালন ফকিরের গানে। তিনি তিনবার চ্যানেল আই-সিটিসেল শ্রেষ্ঠ ক্ল্যাসিক্যাল যন্ত্রশিল্পী পুরস্কার পেয়েছেন।

শিল্পকলা (সংগীত)-এ গৌরবজনক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ গাজী আব্দুল হাকিমকে ২০২৩ সালের 'একুশে পদক'-এ ভূষিত করা হলো।

ফজল-এ-খোদা (মরণোত্তর)

ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম প্রধান গান 'সালাম সালাম হাজার সালাম, সকল শহীদ স্মরণে' গানের গীতিকার ফজল-এ-খোদা একাধারে কবি, শিশু সাহিত্যিক, শিশু সংগঠক ও সম্পাদক। তিনি আমৃত্যু দেশের সকল সাংস্কৃতিক ও মানবিক আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন। ফজল-এ-খোদা তরুণ বয়সে সরকারি চাকরি ছেড়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। সেসময় চাকুরিতে অনুপস্থিত থাকা এবং মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার জন্য ৪ঠা এপ্রিল ১৯৭১ তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। তিনি যুদ্ধ থেকে ফিরে বাংলাদেশ বেতারে যোগ দেন। শিশু সংগঠন 'শাপলা শালুকের আসর'-এর প্রতিষ্ঠাতা। তিনি শিশু-কিশোরদের কাছে 'মিতাভাই' হিসেবে পরিচিত। শাপলা শালুক আসরের শিশুবিষয়ক পত্রিকা 'শাপলা শালুক' তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হতো। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যাকাণ্ডের পর ১৯৭৫-এর ৩রা অক্টোবর 'বঙ্গবন্ধু বেতার কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠার অভিযোগে বঙ্গবন্ধুর খুনিদের হাতে গ্রেফতার হলে বঙ্গবন্ধুকে উপলক্ষ্য করে 'ভাবনা আমার আহত পাখির মতো/পথের ধুলোয় লুটোবে গান রচনা করেন। তাঁর রচিত জনপ্রিয় গানের তালিকায় রয়েছে 'সংগ্রাম সংগ্রাম সংগ্রাম চলবে দিনরাত অবিরাম', 'যে দেশেতে শাপলা শালুক ঝিলের জলে ভাসে', 'ভালোবাসার মূল্য কত আমি কিছু জানি না', 'শিল্পী আমি তাই কবিতা আমার ভালো লাগে', 'কলসি কাঁখে ঘাটে যায় কোন রূপসী', 'মানুষের গান আমি শুনিয়ে যাবো', 'আমাদের শক্তি আমাদের মান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান', 'প্রদীপের মতো রাত জেগে নিজেকে বিলিয়ে দিলাম', 'মন রেখেছি আমি মনেরও আঙিনায়', 'বাসন্তী রং শাড়ি পড়ে কোন বধূয়া চলে যায়', 'খোকনমণি রাগ করে না', 'ঢাকা শহর দেখতে এসে', 'প্রেমের আরেক নাম জীবন', 'ও মন চিনলি নারে' প্রভৃতি। এরকম অসংখ্য গান লিখে ফজল-এ-খোদা বাংলা সংগীতের ভুবনকে সমৃদ্ধ করেছেন।

শিল্পকলা (সংগীত)-এ গৌরবজনক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ফজল-এ-খোদাকে ২০২৩ সালের 'একুশে পদক' (মরণোত্তর)-এ ভূষিত করা হলো।

জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়

জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় অভিনেতা, আবৃত্তিশিল্পী ও লেখক। তিনি স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে আধুনিক আবৃত্তি ও সংঘবদ্ধ আবৃত্তিচর্চার অন্যতম পথিকৃৎ। সংঘবদ্ধ আবৃত্তিচর্চার সূচনালগ্নে গড়ে তোলেন 'বৃন্দ, সমন্বিত শিল্পীসভা' এবং পরবর্তী সময়ে 'বাংলাদেশ আবৃত্তি সংসদ'। এরই ধারাবাহিকতায় সারাদেশে আবৃত্তিচর্চা সংগঠনের সংখ্যা এখন প্রায় চারশত। ১৯৭৭ সালে জার্মান কালচারাল ইনস্টিটিউটে তিনিই প্রথম দর্শনীর বিনিময়ে একক আবৃত্তির অনুষ্ঠান করেন। এদেশে দলগত আবৃত্তিতে কোরাস ও কয়্যারের সার্থক ব্যবহারের প্রবক্তাও তিনি। আবৃত্তিশিল্পের বিকাশ ও এর গ্রহণযোগ্যতা সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তিনি সারাদেশের বিভিন্ন মঞ্চ এবং গণমাধ্যমে অসংখ্য অনুষ্ঠান করেছেন। শিল্পের পেশাদারিত্বের স্বার্থে দর্শনীর বিনিময়ে আবৃত্তি অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করেন। প্রথম দীর্ঘস্থায়ী মোর্চা হিসেবে 'বাংলাদেশ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদ'-এর যাত্রা শুরু হয় তাঁর হাত ধরে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে ৯ নম্বর সেক্টরের টাকী ক্যাম্পে এবং বশিরহাট শরণার্থী শিবিরে কর্মরত ছিলেন। জনপ্রিয় এ আবৃত্তিকার 'মাটির ময়না', 'কীত্তনখোলা', 'নিরন্তর', 'অন্তর্যাত্রা', 'রানওয়ে', 'মেইড ইন বাংলাদেশ', 'দি লাস্ট ঠাকুর', 'অপেক্ষা', 'জয়যাত্রা', 'ঘেটুপুত্র কমলা' প্রভৃতি অসংখ্য আন্তর্জাতিক মানের চলচ্চিত্রে সার্থক অভিনয় করেছেন। পাশাপাশি অজস্র টেলিভিশন, বেতার ও মঞ্চনাটকে অভিনয় এবং নির্মাণে যুক্ত থেকেছেন। কর্মজীবনে তিনি ভূষিত হয়েছেন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বহু পদক ও সম্মাননায়।

শিল্পকলা (আবৃত্তি)-এ গৌরবজনক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়কে ২০২৩ সালের 'একুশে পদক'-এ ভূষিত করা হলো।

নওয়াজীশ আলী খান

বাংলাদেশ পারফমিং আর্টের ক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করেছে তাতে নওয়াজীশ আলী খানের ভূমিকা অগ্রগণ্য। বাংলা এবং বাঙালি শিল্পকলার বিকাশ ও সমৃদ্ধি সাধনে তাঁর ভূমিকা অনবদ্য। আমাদের নাট্য আন্দোলন থেকে শুরু করে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড যেমন : নৃত্য, সংগীত, আবৃত্তি, বিতর্ক, নাট্যাভিনয়ে তিনি যোগ করেছেন নতুন মাত্রা। ১৯৬৭ সালে পাকিস্তান টেলিভিশন কর্পোরেশনে যোগদান এবং পরে বিটিভিতে যোগদান করে দেশের প্রতিভাবান ব্যক্তিদের খুঁজে বের করে নতুন নতুন চিন্তা চেতনায় নাটক, তথ্যচিত্র, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান, টেলিফিল্ম ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান নির্মাণ করে আমাদের সংস্কৃতিকে নবতর মাত্রায় তুলে এনেছেন, পেয়েছেন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। যার মধ্যে আন্তর্জাতিকভাবে পুরস্কারপ্রাপ্ত টেলিফিল্ম 'জননী' রয়েছে। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি পুরস্কার (বাচসাস) পেয়েছে তাঁর নির্মিত 'সহচর' নাটক। 'বহুব্রীহি' ও 'অয়োময়'-এর মতো খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করা নাটকের নির্মাতা তিনি। 'তুই রাজাকার' আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশের জনপ্রিয় শব্দ। নওয়াজীশ আলী খান 'বহুব্রীহি' নাটকের মাধ্যমে এ শব্দটি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন মানুষের মুখে মুখে। বাংলা সাহিত্যের পাঠক সৃষ্টি করা লেখক হুমায়ূন আহমেদকে নাট্যকার হিসেবে আবিষ্কার করেছেন তিনি। পরবর্তী সময়ে হুমায়ূন আহমেদের হাত ধরে আমাদের নাট্যজগৎ পৌঁছেছে এক অনন্য উচ্চতায়। স্কুলজীবন থেকে তিনি সংগীত, আবৃত্তি, সাহিত্য, রচনা, বিতর্ক, নাট্যাভিনয় এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রযোজক, নির্বাহী প্রযোজক, অনুষ্ঠান অধ্যক্ষ, পরিচালক ও মহা-অধ্যক্ষ হিসেবে বাংলাদেশ টেলিভিশনে অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। শিশুতোষ, শিক্ষামূলক, ধর্মীয়, সংগীত, নৃত্য, প্রামাণ্য, ম্যাগাজিন, নাটক ও সিরিজ নাটকসহ রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান সার্ক ও সাফ-এর অনুষ্ঠান নির্মাণ করেন। তাঁর নির্মিত অন্যান্য জনপ্রিয় অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে এসো গান শিখি, রত্নদ্বীপ, মঞ্জুরী, সপ্তপর্ণা, যদি কিছু মনে না করেন, বর্ণালী, আনন্দমেলা অন্যতম। তিনি দেশিবিদেশি বহু সেমিনার ও সম্মেলনে যোগদান করেন। তিনি আরিজোনা স্টেট থেকে সম্মানসূচক নাগরিকত্ব লাভ করেন। তিনি ১৯৭৫ ও ১৯৭৬ সালে দু'বার জাতীয় টেলিভিশন পুরস্কার অর্জন করে প্রতিভাবান মিডিয়া ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি তাঁর বহুমুখী কর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন।

শিল্পকলায় গৌরবজনক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ নওয়াজীশ আলী খানকে ২০২৩ সালের 'একুশে পদক'-এ ভূষিত করা হলো।

শিল্পকলা (চিত্রকলা)

কনক চাঁপা চাকমা

কনক চাঁপা চাকমা বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী ও চিত্রসমালোচক। তিনি চিত্রকলায় শিল্পকর্মের মাধ্যমে বাংলাদেশের মৃত্তিকালগ্ন সংস্কৃতি এবং দেশপ্রেম, বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলের আদিবাসীদের বর্ণিল সংস্কৃতি ও জীবনকর্মকে ফুটিয়ে তোলেন। তিনি প্রদর্শনীর মাধ্যমে বাংলাদেশের শিল্পকলাকে তুলে ধরেন। দেশেবিদেশে বহু একক চিত্রপ্রদর্শনী এবং ৩০০টির অধিক যৌথ ও দলীয় প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছেন। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, জাতীয় চিত্রশালা, থিম্পু জাতীয় জাদুঘর ভুটান এবং ল্যাটিন আমেরিকান আর্ট মিউজিয়ামে তাঁর শিল্পকর্ম সংরক্ষিত আছে। এছাড়া নারীদের মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়ন, দুস্থ শিশুদের অনুদান, এসিড আক্রান্তদের সাহায্য, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের কল্যাণে নিয়মিত কাজ করে চলেছেন। এছাড়া রাস্তার পশু-পাখিদের আশ্রয়, চিকিৎসা ও খাবার সরবরাহ করে চলেছেন। তিনি দেশে-বিদেশের বিভিন্ন পর্যায়ে সৃষ্টিশীল কাজ করে চিত্রশিল্পে জাতীয় পুরস্কার, বেইজিং অলিম্পিক শিল্পী স্বর্ণপদক ২০০৮ সহ অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন।

শিল্পকলা (চিত্রকলা)-এ গৌরবজনক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ কনক চাঁপা চাকমাকে ২০২৩ সালের ‘একুশে পদক’-এ ভূষিত করা হলো।

মমতাজ উদ্দীন (মরণোত্তর)

বীর মুক্তিযোদ্ধা মমতাজ উদ্দীন বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে বিশেষ অবদান রাখেন। তিনি ছাত্রজীবনে জাতির পিতার আদর্শে বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালীন ছাত্রলীগের রাজনীতিতে যোগ দেন। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন, ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০-এর নির্বাচন এবং ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭৫ সালে জাতির পিতার হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং তাঁর স্ত্রী নবম জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। তিনি আওয়ামী লীগের জাতীয় পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি এলাকার অবকাঠামোগত বিভিন্ন উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন।

মুক্তিযুদ্ধে গৌরবজনক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মততাজ উদ্দীনকে ২০২৩ সালের ‘একুশে পদক’ (মরণোত্তর)-এ ভূষিত করা হলো।

মোঃ শাহ আলমগীর (মরণোত্তর)

মোঃ শাহ আলমগীর বিশিষ্ট সাংবাদিক ও গবেষক। তিনি প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক গণমাধ্যম বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তিনি বাংলার বাণী, দৈনিক সংবাদ, প্রথম আলো, চ্যানেল আই, একুশে টেলিভিশন, যমুনা টেলিভিশন, মাছরাঙ্গা টেলিভিশন, এশিয়ান টেলিভিশনসহ বিভিন্ন পত্রিকা ও বেসরকারি টেলিভিশনে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদের নান্দনিক উপস্থাপনায় ভূমিকা রেখেছেন। সাংবাদিকদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন ও ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন-এর গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালনকালে তিনি এ অবদান রাখেন। প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ-এর মহাপরিচালক থাকা অবস্থায় গণমাধ্যমবিষয়ক গবেষণা ও প্রকাশনায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। জনাব আলমগীর মহাপরিচালক থাকা অবস্থায় অনলাইন কোর্স চালু করাসহ পিআইবিকে সাংবাদিক-বান্ধব প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। তিনি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণকে তৃণমূল পর্যায়ে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করেন। সাংবাদিকতায় অবদানের জন্য রোটারি ঢাকা সাউথ ভোকেশনাল এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড, চন্দ্রাবতী স্বর্ণপদকসহ অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন।

সাংবাদিকতায় গৌরবজনক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মোঃ শাহ আলমগীরকে ২০২৩ সালের ‘একুশে পদক’ (মরণোত্তর)-এ ভূষিত করা হলো।

ড. মোঃ আবদুল মজিদ

ড. মোঃ আবদুল মজিদ ১৫ বছর বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিএফআরআই) প্রতিষ্ঠাতা মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর নেতৃত্ব ও সম্পৃক্ততায় নানা প্রকার বিপন্ন দেশীয় প্রজাতির মাছের প্রজনন ও চাষাবাদ প্রযুক্তিসহ প্রায় ৪০টি উন্নত মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেন। ড. মজিদ প্রথম তেলাপিয়া এবং রুই মাছের পুষ্টি চাহিদা নিরূপণ করেন এবং তাঁর উদ্ভাবিত ফর্মুলা ব্যবহার করে ব্র্যাকসহ দেশের অন্যান্য খাদ্য উৎপাদনকারী কারখানা মাছের খাদ্য উৎপাদন করছে। তাঁরই নেতৃত্বে ইলিশ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনার আওতায় ২৫ সেমি. এর নিচে জাটকা ধরা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, অক্টোবর-নভেম্বর মাসে মা ইলিশ ধরা নিষিদ্ধ করা এবং কারেন্ট জালের ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এর ফলে দেশে প্রত্যক্ষভাবে ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। উপকূলীয় চিংড়ি, কাঁকড়া, লোনা টেংরাসহ অন্যান্য মাছের পরিবেশবান্ধব চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে উপকূলীয় মৎস্যচাষের উন্নয়নে অবদান রেখেছেন। তিনি জাতিসংঘের শিল্প উন্নয়ন সংস্থায় ৪ বছর মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করেন। এর ধারাবাহিকতায় দেশের হিমায়িত চিংড়ি ও মৎস্যপণ্যের গুণগত মনোন্নয়নে সাফল্যজনক অবদান রাখেন ফলে রপ্তানির ওপর আরোপিত আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়েছে। ড. মজিদ বাংলাদেশ 'একাডেমি অব এগ্রিকালচার'-এর সম্মানিত ফেলো। কৃষিখাতের বিদ্যমান সমস্যা ও সমাধান এবং পলিসি প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন। মৎস্য ও কৃষিসংক্রান্ত অসংখ্য দেশি-বিদেশি সংগঠনের সঙ্গে তিনি সম্পৃক্ত এবং কর্মজীবনে অসংখ্য সম্মাননা ও পদকে ভূষিত হয়েছেন।

গবেষণায় গৌরবজনক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ড. মোঃ আবদুল মজিদকে ২০২৩ সালের 'একুশে পদক'-এ ভূষিত করা হলো।

প্রফেসর ড. মযহারুল ইসলাম (মরণোত্তর)

প্রফেসর ড. মযহারুল ইসলাম আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফোকলোরবিদ, শিক্ষাবিদ এবং মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক। ১৯৫১-৫২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং জনাব তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে মযহারুল ইসলামের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা প্রণয়ন, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। ২৪শে মার্চ ১৯৭১ সালে ধানমন্ডি ৩২ নং বাড়িতে বসে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতি মিটিংয়ে প্রফেসর ড. মযহারুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যার পর ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৩ মাস তিনি জেলখানায় ছিলেন। বাংলাদেশের একমাত্র আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফোকলোরবিদ প্রফেসর মযহারুল ইসলামকে বলা হয় আধুনিক ফোকলোরের জনক। তিনি ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং বাংলা একাডেমির প্রথম মহাপরিচালক। মযহারুল ইসলাম রচিত ২৪টি প্রকাশনা গ্রন্থ, সেমিনার, দেশে-বিদেশে প্রেরিত বক্তৃতার যে তালিকা তার পরিধি বিচার করলে এ কথা সহজেই বলা যায়, বাংলা সাহিত্যের এমন কোনো শাখা নেই যেখানে তিনি পদচারণা করেননি। ফোকলোর বিষয়ে রচিত তার গ্রন্থাবলি দেশে-বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে স্বীকৃত। বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক থাকাকালীন তিনি প্রথম জাতীয় সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করেন। সেই সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু এবং কাজী নজরুল ইসলাম এসেছিলেন। এই আয়োজনের কর্ণধার ছিলেন তিনি। তিনি বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক হয়ে কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ডকে বাংলা একাডেমির সাথে আত্মীকরণ করে বাংলা একাডেমির বিশাল অবকাঠামো গড়ে তোলেন। তাঁর বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে তিনি অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন।

শিক্ষায় গৌরবজনক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রফেসর ড. মযহারুল ইসলামকে ২০২৩ সালের ‘একুশে পদক’ (মরণোত্তর)-এ ভূষিত করা হলো।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

১৯১৩ সালের ৭ই আগস্ট তৎকালীন সচিবালয়ের একটি কক্ষে 'ঢাকা যাদুঘর' নামে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের পথচলা শুরু। ১৯১৫ সালের জুলাই মাসে ঢাকার নিমতলীস্থ নায়েব নাজিমের বারোদুয়ারি ও দেউরিতে 'ঢাকা যাদুঘর'কে স্থানান্তর করা হয়। ১৯৭২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'ঢাকা যাদুঘর'কে জাতীয় জাদুঘর হিসেবে অভিহিত করেন। পরবর্তী সময়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে ১৯৭৪ সালের ২রা জানুয়ারি ১১ সদস্যবিশিষ্ট 'ন্যাশনাল মিউজিয়াম কমিশন' গঠিত হয় এবং এ কমিশনের সর্বসম্মত সুপারিশে ১৯৭৫ সালের ১৮ই জুন রাষ্ট্রপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'ঢাকা যাদুঘর'কে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর হিসেবে গড়ে তোলার অনুমোদন প্রদান করেন। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর অধ্যাদেশ ১৯৮৩ জারির মাধ্যমে 'ঢাকা যাদুঘর' রূপান্তরিত হয় বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে এবং স্থানান্তর করা হয় ঢাকার প্রাণকেন্দ্র শাহবাগে। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণাধীনে সাতটি শাখা জাদুঘর রয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর দেশের ইতিহাস, শিল্পকলা, শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের নিদর্শনাদি সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও গবেষণায় নিয়োজিত একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর গ্রন্থাগারে রয়েছে প্রায় ৪০ হাজার দুর্লভ গ্রন্থের এক বিশাল সম্ভার যা পাঠক ও গবেষকদের জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

জাদুঘরকে বলা হয়, জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়। দর্শকরা সরাসরি জাদুঘরে এসে পরিদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষা বা জ্ঞান লাভ করেন। প্রতিবছর গড়ে প্রায় ১০ থেকে ১২ লক্ষ দেশি-বিদেশি দর্শক জাদুঘর পরিদর্শন করে থাকে। শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জাদুঘর পরিদর্শন করানো জাদুঘরের নিয়মিত কাজ। দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও মহান মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট তুলে ধরার মাধ্যমে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর দেশের শিক্ষা কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে নিরন্তর। প্রতিষ্ঠার একশত নয় বছর অতিক্রম করে নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে লক্ষাধিক নিদর্শন সমৃদ্ধ বাঙালির শেকড়-সন্ধানী এই প্রতিষ্ঠানটি এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ জাদুঘর হিসেবে বিশ্বে পরিচিতি পেয়েছে।

শিক্ষায় গৌরবজনক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরকে ২০২৩ সালের 'একুশে পদক'-এ ভূষিত করা হলো।

বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশন

বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশন ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই মানবকল্যাণে এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর টেকসই উন্নয়নে কাজ করে চলেছে। 'পড়বো, খেলবো, শিখবো' স্লোগান নিয়ে সংগঠনটি পথশিশু, সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র ও অসচ্ছল শিশুদের মৌলিক শিক্ষা, আহার, চিকিৎসা এবং আইন সেবা প্রদান করে থাকে। বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশন সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য বেশকিছু কাজ করে। সংগঠনটির উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মৌলিক শিক্ষা প্রদান, এক টাকায় স্বতন্ত্রভাবে খাবার, চিকিৎসা ও আইনি সেবা প্রদান। প্রতিষ্ঠানটি করোনাকালীন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ ও টিকা প্রদান করেছে। এছাড়া সম্বল প্রজেক্ট স্থাপন, গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠা এবং হস্তশিল্প প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিধবা, স্বামী নিগৃহীতা ও প্রতিবন্ধী নারীদের পুনর্বাসন, দরিদ্র মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় চিকিৎসা ও হাসপাতাল তৈরি এবং এতিমখানা ও স্কুল প্রতিষ্ঠাসহ বিবিধ সামাজিক কার্যক্রম ১৬টি শাখার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে চলেছে। সংগঠনটি কমনওয়েলথ পয়েন্টস অফ লাইট পুরস্কার, শেখ হাসিনা ইয়ুথ ভলেন্টিয়ার অ্যাওয়ার্ড ২০২০, টোকিও ওমেন্স ক্লাব অ্যাওয়ার্ড ২০১৮ লাভ করেছে।

সমাজসেবায় গৌরবজনক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশনকে ২০২৩ সালের 'একুশে পদক'-এ ভূষিত করা হলো।

মোঃ সাইদুল হক

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মোঃ সাইদুল হক দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নের জন্য ১৯৯১ সালে জাতীয় পর্যায়ে 'ব্লাইন্ড এডুকেশন এন্ড রিহেবিলিটেশন ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (বার্ডো)' প্রতিষ্ঠা করেন। ছাত্রজীবনের নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠায় তিনি প্রতিবন্ধীদের কথা চিন্তা করে বার্ডো প্রতিষ্ঠা করেন এবং এ সংস্থাটির কার্যক্রম দেশের ০৯ (নয়)টি জেলার চলমান। বার্ডো'র কাজের পাশাপাশি তিনি মতিঝিল টিএন্ডটি কলেজ ও জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষকতা করেছেন। তিনি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য বিদ্যালয়, ব্রেইল লাইব্রেরি স্থাপন, ব্রেইল প্রেস স্থাপন, কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন, দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ, নারীদের প্রশিক্ষণ ও সহায়তা এবং প্রতিবন্ধীদের সুরক্ষা আইনসহ অসংখ্য সামাজিক কার্যক্রমে নিরন্তর কাজ করে চলেছেন। তিনি Ashoka Fellowship-1994, Robert S.Mc Namara Fellowship-2001, Rain Hardman Fellowship-2002 অর্জন করেন। প্রতিবন্ধীদের অধিকার ও ক্ষমতায়নের জন্য বেলজিয়াম, জার্মানি, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ভারত, জাপান এবং নেদারল্যান্ডে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছেন।

সমাজসেবায় গৌরবজনক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মোঃ সাইদুল হককে ২০২৩ সালের 'একুশে পদক'-এ ভূষিত করা হলো।

এ্যাড. মঞ্জুরুল ইমাম (মরণোত্তর)

এ্যাড. মঞ্জুরুল ইমাম বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও মুক্তিযোদ্ধা। তিনি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ১৯৬২ সালে হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলনে যোগদান করেন এবং অভিযুক্ত হয়ে কারাভোগ করেন। ছাত্রজীবনে ১৯৬৪ সালে স্বৈরশাসক পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খানের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ছাত্রবিক্ষোভের নেতৃত্ব দানের কারণে গ্রেফতার হন এবং কারাবরণ করেন। ১৯৮৪ সালে মহানগর আওয়ামী লীগ গঠিত হলে আহ্বায়ক পদ থেকে শুরু করে ২০০৩ সাল পর্যন্ত আমৃত্যু খুলনা মহানগরের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৬ এবং ২০০১ সালের জাতীয় নির্বাচনে খুলনা-২ আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। অসংখ্য শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তিনি অনুকরণীয়। ২০০৩ সালে তিনি নির্মমভাবে হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। তিনি সুস্থধারার রাজনীতি চর্চায় আপসহীন এবং গণমানুষের কল্যাণ ভাবনায় আজীবন নিবেদিতপ্রাণ একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। কর্মজীবনে তিনি বেশকিছু পদক ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন।

রাজনীতিতে গৌরবজনক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এ্যাড. মঞ্জুরুল ইমামকে ২০২৩ সালের ‘একুশে পদক’ (মরণোত্তর)-এ ভূষিত করা হলো।

আকতার উদ্দিন মিয়া (মরণোত্তর)

আকতার উদ্দিন মিয়া বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক। তিনি বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহচর হিসেবে বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। জাতির পিতা তাঁকে অত্যন্ত পছন্দ করতেন এবং ভালোবাসতেন। তিনি নিজেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন। তিনি আইনপেশা শুরুর পরপরই রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সান্নিধ্যে আসেন। তিনি গোপালগঞ্জ থানা ও জেলা পর্যায়ের বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং জেলার সাধারণ সম্পাদক ও পরবর্তী সময়ে জেলা সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর সততা, নিষ্ঠা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার কারণে তাঁকে ভারতের ফিল্ড মার্শাল মন্টে কুমারের নামানুসারে আদর করে 'মন্টে কুমার' বলে ডাকতেন। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৬-এর ৬ দফা আন্দোলন, ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭০ এবং ১৯৭৯ সালে গোপালগঞ্জ-০১ কাশিয়ানি আসন থেকে পরপর দুইবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। বাংলাদেশের গণতন্ত্র প্রত্যাবর্তনের আন্দোলনে আকতার উদ্দিন মিয়ার অবদান অনস্বীকার্য। মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ থেকে ভারতে আগত যুবকদের ক্যাম্পে দেখভাল ও যুদ্ধে অংশগ্রহণ জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। তিনি কাদিহাটি ইয়ুথ রিসিপশন ক্যাম্প পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে ও জনগণের পুনর্বাসনে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৭৫ পরবর্তী দুঃসময়েও তিনি সাহসী ভূমিকা রেখে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করেছিলেন। এজন্য তাঁকে অমানুষিক নির্যাতনের স্বীকার হতে হয়েছিল। কিন্তু তিনি দমে যাননি। তিনি গোপালগঞ্জ জেলা উন্নয়ন সমিতি, গোপালগঞ্জ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে মরণোত্তর বিশেষ সম্মাননা পেয়েছেন।

রাজনীতিতে গৌরবজনক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ আকতার উদ্দিন মিয়াকে ২০২৩ সালের 'একুশে পদক' (মরণোত্তর)-এ ভূষিত করা হলো।

ড. মনিরুজ্জামান

ড. মনিরুজ্জামান বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী ও গবেষক। ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের পুনর্গঠনতত্ত্বে তাঁর মূল গবেষণা। উপভাষা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা এবং সমাজভাষাতত্ত্বে তিনি বহু কাজ করেছেন। এর বাইরেও তিনি লোক-সাহিত্যতত্ত্ব এবং সাহিত্যের নানা মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণমূলক কাজ করেছেন। তিনি সৃষ্টিশীল লেখক (কবি, গল্পকার ও গীতিকার) হিসেবেও সুপরিচিত। ব্যক্তিগত পরিচয়ে, সংগঠক ও শিক্ষক হিসেবে তার যেমন সুনাম রয়েছে, গবেষক হিসেবেও তেমনি রয়েছে দেশে ও বিদেশে খ্যাতি এবং পরিচিতি। তাঁর অন্যান্য কাজের মধ্যে অন্যতম 'বাংলাদেশ ভাষাতত্ত্ব সমিতি' গঠন এবং বাংলা ভাষায় ভাষাতত্ত্বের পত্রিকা 'নিসর্গ' প্রকাশ। ড. মনিরুজ্জামান নিজ গ্রামে কয়েকটি শিক্ষা ও সেবা প্রতিষ্ঠান যেমন : শিশু ও মাতৃসেবা কেন্দ্র, প্রাথমিক বিদ্যালয়, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র, গবেষণা কেন্দ্র ও গবেষণা পাঠাগার স্থাপন করেন। তাঁর মোট প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৩৭। তিনি বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনে বাংলা একাডেমি পুরস্কারসহ বহু পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেছেন।

ভাষা ও সাহিত্যে গৌরবজনক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ড. মনিরুজ্জামানকে ২০২৩ সালের 'একুশে পদক'-এ ভূষিত করা হলো।

১৯৭৬ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত একুশে পদকপ্রাপ্ত কৃতীজনদের ও প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা

একুশে পদকপ্রাপ্ত কৃতীজন ও প্রতিষ্ঠান
(২০২২ থেকে ১৯৭৬)

২০২২ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. মোস্তফা এম. এ. মতিন	ভাষা আন্দোলন
২. মির্জা তোফাজ্জল হোসেন (মুকুল)	ভাষা আন্দোলন
৩. জিনাত বরকতউল্লাহ	শিল্পকলা (নৃত্য)
৪. নজরুল ইসলাম বাবু	শিল্পকলা (সংগীত)
৫. ইকবাল আহমেদ	শিল্পকলা (সংগীত)
৬. মাহ্‌মুদুর রহমান বেণু	শিল্পকলা (সংগীত)
৭. খালেদ মাহমুদ খান	শিল্পকলা (অভিনয়)
৮. আফজাল হোসেন	শিল্পকলা (অভিনয়)
৯. মাসুম আজিজ	শিল্পকলা (অভিনয়)
১০. বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ অধ্যক্ষ মোঃ মতিউর রহমান	মুক্তিযুদ্ধ
১১. সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী	মুক্তিযুদ্ধ
১২. কিউ. এ. বি. এম রহমান	মুক্তিযুদ্ধ
১৩. আমজাদ আলী খন্দকার	মুক্তিযুদ্ধ
১৪. এম এ মালেক	সাংবাদিকতা
১৫. মোঃ আনোয়ার হোসেন	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
১৬. অধ্যাপক ড. গৌতম বুদ্ধ দাশ	শিক্ষা
১৭. এস. এম. আব্রাহাম লিংকন	সমাজসেবা
১৮. সংঘরাজ জ্ঞানশ্রী মহাথের	সমাজসেবা
১৯. কবি কামাল চৌধুরী	ভাষা ও সাহিত্য
২০. ঝর্ণা দাশ পুরকায়স্থ	ভাষা ও সাহিত্য
২১. ইমোরিটার্স ড. মোঃ আবদুস সাত্তার মণ্ডল	গবেষণা
২২. ড. মোঃ এনামুল হক (দলগত), (দেলনেতা)	গবেষণা
২৩. ড. সাহানাজ সুলতানা (দলগত)	গবেষণা
২৪. ড. জান্নাতুল ফেরদৌস (দলগত)	গবেষণা

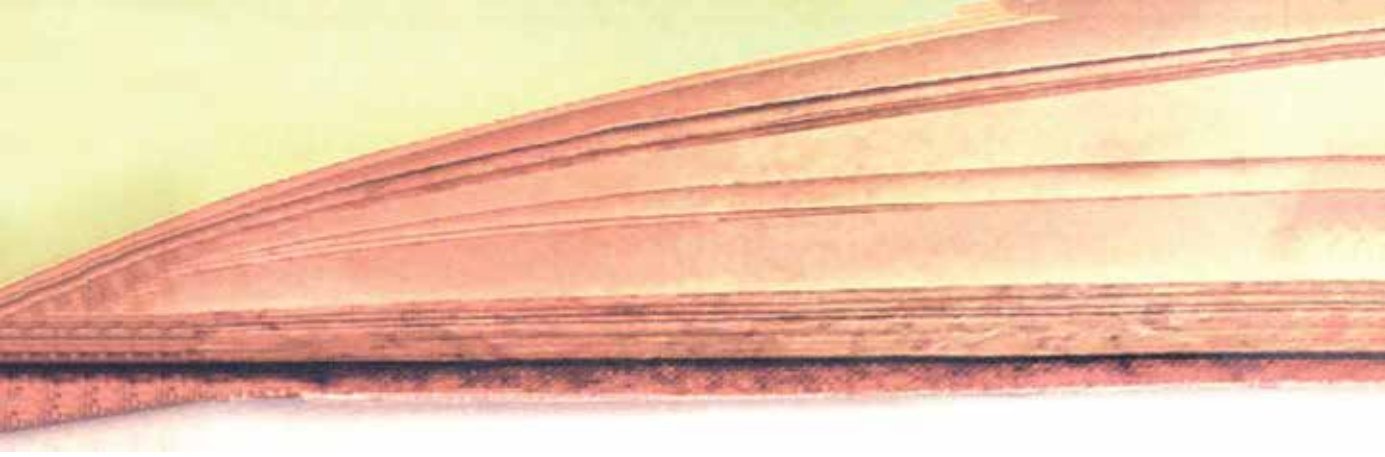

২০২১ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. মরহুম মোতাহার হোসেন তালুকদার (মোতাহার মাস্টার)	ভাষা আন্দোলন
২. মরহুম শামছুল হক	ভাষা আন্দোলন
৩. মরহুম আফসার উদ্দীন আহমেদ (অ্যাডভোকেট)	ভাষা আন্দোলন
৪. বেগম পাপিয়া সারোয়ার	শিল্পকলা (সংগীত)
৫. জনাব রাইসুল ইসলাম আসাদ	শিল্পকলা (অভিনয়)
৬. জনাব সালমা বেগম সুজাতা (সুজাতা আজিম)	শিল্পকলা (অভিনয়)
৭. জনাব আহমেদ ইকবাল হায়দার	শিল্পকলা (নাটক)
৮. সৈয়দ সালাউদ্দীন জাকী	শিল্পকলা (চলচ্চিত্র)
৯. ড. ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	শিল্পকলা (আবৃত্তি)
১০. জনাব পাভেল রহমান	শিল্পকলা (আলোকচিত্র)
১১. জনাব গোলাম হাসনায়েন	মুক্তিযুদ্ধ
১২. জনাব ফজলুর রহমান খান ফারুক	মুক্তিযুদ্ধ
১৩. বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুমা সৈয়দা ইসাবেলা	মুক্তিযুদ্ধ
১৪. জনাব অজয় দাশগুপ্ত	সাংবাদিকতা
১৫. অধ্যাপক ড. সমীর কুমার সাহা	গবেষণা
১৬. মাহফুজা খানম	শিক্ষা
১৭. ড. মির্জা আব্দুল জলিল	অর্থনীতি
১৮. প্রফেসর কাজী কামরুজ্জামান	সমাজসেবা
১৯. কবি কাজী রোজী	ভাষা ও সাহিত্য
২০. জনাব বুলবুল চৌধুরী	ভাষা ও সাহিত্য
২১. জনাব গোলাম মুরশিদ	ভাষা ও সাহিত্য

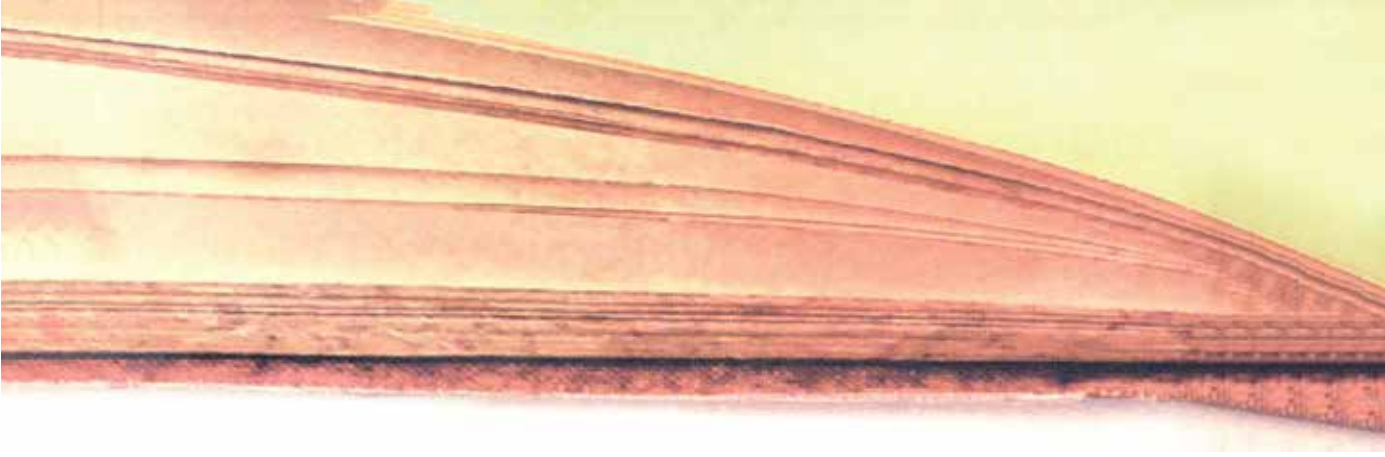

২০২০ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. আমিনুল ইসলাম বাদশা	ভাষা আন্দোলন
২. ডালিয়া নওশিন	শিল্পকলা (সংগীত)
৩. শংকর রায়	শিল্পকলা (সংগীত)
৪. মিতা হক	শিল্পকলা (সংগীত)
৫. মোঃ গোলাম মোস্তফা খান	শিল্পকলা (নৃত্য)
৬. এস এম মহসীন	শিল্পকলা (অভিনয়)
৭. অধ্যাপক শিল্পী ড. ফরিদা জামান	শিল্পকলা (চারুকলা)
৮. হাজী আক্তার সরদার	মুক্তিযুদ্ধ
৯. মোঃ আব্দুল জব্বার	মুক্তিযুদ্ধ
১০. ডাঃ আ. আ. ম. মেসবাহুল হক (বাচ্চু ডাক্তার)	মুক্তিযুদ্ধ
১১. জাফর ওয়াজেদ (আলী ওয়াজেদ জাফর)	সাংবাদিকতা
১২. ড. জাহাঙ্গীর আলম	গবেষণা
১৩. হাফেজ-ক্বারী আল্লামা সৈয়দ মোহাম্মদ ছাইফুর রহমান নিজামী শাহ	গবেষণা
১৪. অধ্যাপক ড. বিকিরণ প্রসাদ বড়ুয়া	শিক্ষা
১৫. অধ্যাপক ড. শামসুল আলম	অর্থনীতি
১৬. সুফি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান	সমাজসেবা
১৭. ড. নূরুন নবী	ভাষা ও সাহিত্য
১৮. সিকদার আমিনুল হক	ভাষা ও সাহিত্য
১৯ নাজমুন নেসা পিয়ারি	ভাষা ও সাহিত্য
২০. অধ্যাপক ডাঃ সায়েবা আখ্‌তার	চিকিৎসা
২১. বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট	গবেষণা

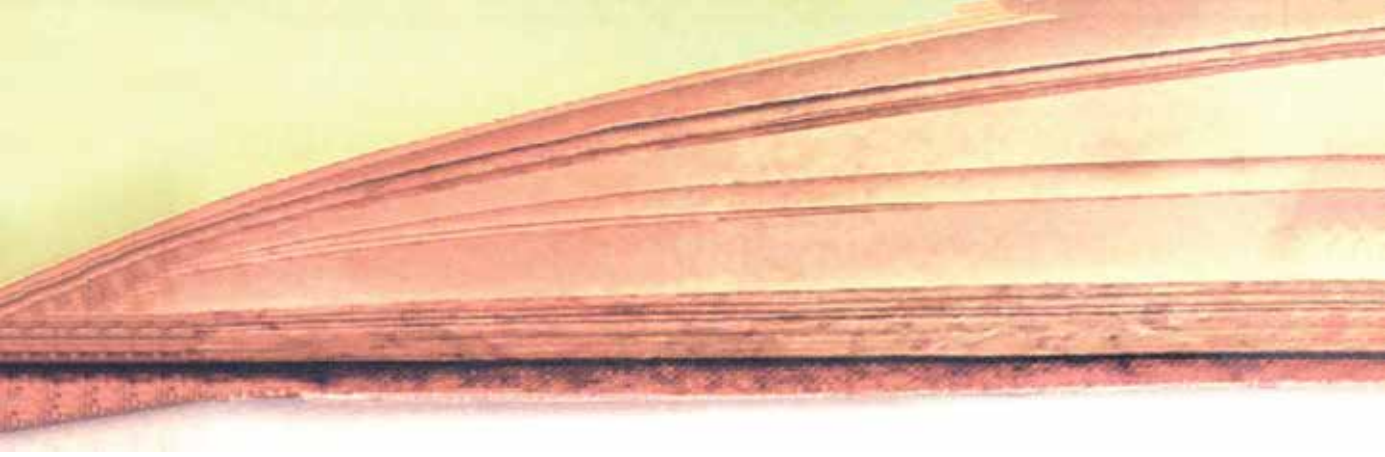

২০১৯ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. অধ্যাপক হালিমা খাতুন	ভাষা আন্দোলন
২. অ্যাডভোকেট গোলাম আরিফ টিপু	ভাষা আন্দোলন
৩. অধ্যাপক মনোয়ারা ইসলাম	ভাষা আন্দোলন
৪. সুবীর নন্দী	শিল্পকলা (সংগীত)
৫. আজম খান	শিল্পকলা (সংগীত)
৬. খায়রুল আনাম (শাকিল)	শিল্পকলা (সংগীত)
৭. লাকী ইনাম	শিল্পকলা (অভিনয়)
৮. সুবর্ণা মুস্তাফা	শিল্পকলা (অভিনয়)
৯. লিয়াকত আলী লাকী	শিল্পকলা (অভিনয়)
১০. সাইদা খানম	শিল্পকলা (আলোকচিত্র)
১১. জামাল উদ্দিন আহমেদ	শিল্পকলা (চারুকলা)
১২. ক্ষিতীন্দ্র চন্দ্র বৈশ্য	মুক্তিযুদ্ধ
১৩. ডক্টর বিশ্বজিৎ ঘোষ	গবেষণা
১৪. ড. মাহবুবুল হক	গবেষণা
১৫. ড. প্রণব কুমার বড়ুয়া	শিক্ষা
১৬. বেগম রিজিয়া রহমান	ভাষা ও সাহিত্য
১৭. ইমদাদুল হক মিলন	ভাষা ও সাহিত্য
১৮. অসীম সাহা	ভাষা ও সাহিত্য
১৯ আনোয়ারা সৈয়দ হক	ভাষা ও সাহিত্য
২০. মঈনুল আহসান সাবের	ভাষা ও সাহিত্য
২১. হরিশংকর জলদাস	ভাষা ও সাহিত্য

২০১৮ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. আ.জা.ম তকীয়ুল্লাহ	ভাষা আন্দোলন
২. মির্জা আজহারুল ইসলাম	ভাষা আন্দোলন
৩. শেখ সাদী খান	শিল্পকলা (সংগীত)
৪. সুজেয় শ্যাম	শিল্পকলা (সংগীত)
৫. ইন্দ্র মোহন রাজবংশী	শিল্পকলা (সংগীত)
৬. মো. খুরশীদ আলম	শিল্পকলা (সংগীত)
৭. মতিউল হক খান	শিল্পকলা (সংগীত)
৮. মীনু হক (মীনু বিল্লাহ)	শিল্পকলা (নৃত্য)
৯. হুমায়ূন কামরুল ইসলাম (হুমায়ূন ফরীদি)	শিল্পকলা (অভিনয়)
১০. নিখিল সেন (নিখিল কুমার সেনগুপ্ত)	শিল্পকলা (নাটক)
১১. কালিদাস কর্মকার	শিল্পকলা (চারুকলা)
১২. গোলাম মুস্তাফা	শিল্পকলা (আলোকচিত্র)
১৩. রণেশ মৈত্র	সাংবাদিকতা
১৪. জুলেখা হক	গবেষণা
১৫. ড. মইনুল ইসলাম	অর্থনীতি
১৬. ইলিয়াস কাঞ্চন	সমাজসেবা
১৭. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম	ভাষা ও সাহিত্য
১৮. সাইফুল ইসলাম খান (হায়াৎ সাইফ)	ভাষা ও সাহিত্য
১৯ সুব্রত বড়ুয়া	ভাষা ও সাহিত্য
২০. রবিউল হুসাইন	ভাষা ও সাহিত্য
২১. খালেকদাদ চৌধুরী	ভাষা ও সাহিত্য

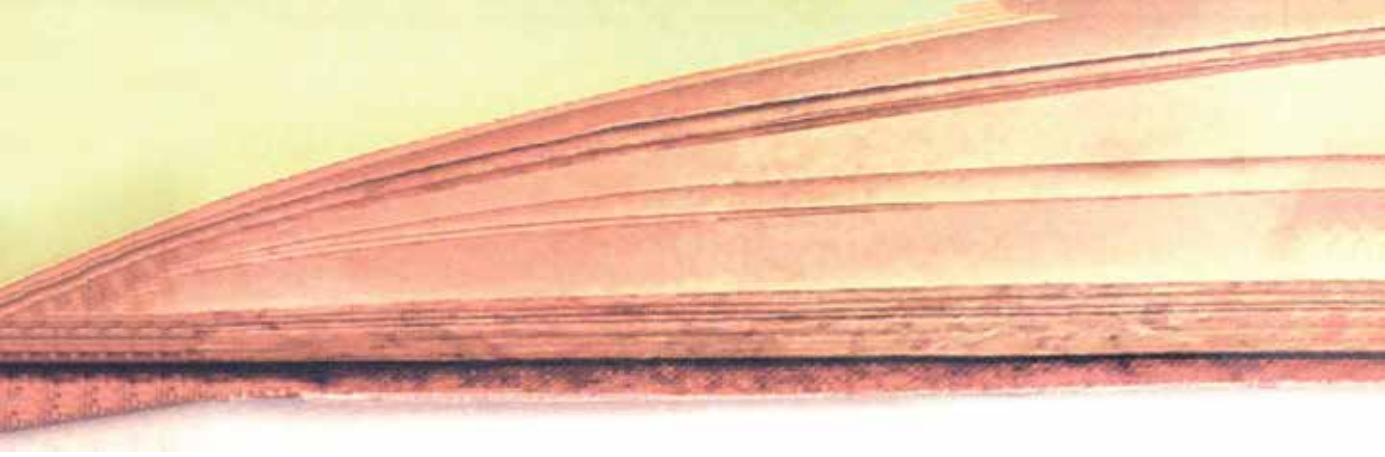

২০১৭ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. ভাষাসৈনিক অধ্যাপক ড. শরিফা খাতুন	ভাষা আন্দোলন
২. শিল্পী সুষমা দাস	শিল্পকলা (সংগীত)
৩. শিল্পী জুলহাস উদ্দিন আহমেদ	শিল্পকলা (সংগীত)
৪. ওস্তাদ আজিজুল ইসলাম	শিল্পকলা (সংগীত)
৫. জনাব তানভীর মোকাম্মেল	শিল্পকলা (চলচ্চিত্র)
৬. সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ	শিল্পকলা (ভাস্কর্য)
৭. নাট্যশিল্পী সারা যাকের	শিল্পকলা (নাটক)
৮. জনাব আবুল মোমেন	সাংবাদিকতা
৯. সৈয়দ আকরম হোসেন	গবেষণা
১০. ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন	শিক্ষা
১১. অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
১২. অধ্যাপক ডা. মাহমুদ হাসান	সমাজসেবা
১৩. কবি ওমর আলী	ভাষা ও সাহিত্য
১৪. জনাব সুকুমার বড়ুয়া	ভাষা ও সাহিত্য
১৫. জনাব স্বদেশ রায়	সাংবাদিকতা
১৬. শিল্পী শামীম আরা নীপা	শিল্পকলা (নৃত্য)
১৭. জনাব রহমতউল্লাহ আল মাহমুদ সেলিম (মাহমুদ সেলিম)	শিল্পকলা (সংগীত)

২০১৬ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. বিচারপতি কাজী এবাদুল হক	ভাষা আন্দোলন
২. ডাঃ সাঈদ হায়দার	ভাষা আন্দোলন
৩. মরহুম সৈয়দ গোলাম কিবরিয়া	ভাষা আন্দোলন
৪. ড. জসীম উদ্দিন আহমেদ	ভাষা আন্দোলন
৫. বেগম জাহানারা আহমেদ	শিল্পকলা(টিভি ও চলচ্চিত্র অভিনয়)
৬. পণ্ডিত অমরেশ রায় চৌধুরী	শিল্পকলা (শাস্ত্রীয় সংগীত)
৭. বেগম শাহীন সামাদ	শিল্পকলা (সংগীত)
৮. জনাব আমানুল হক	শিল্পকলা (নৃত্য)
৯. মরহুম কাজী আনোয়ার হোসেন	শিল্পকলা (চিত্রকলা)
১০. জনাব মফিদুল হক	মুক্তিযুদ্ধ
১১. জনাব তোয়াব খান	সাংবাদিকতা
১২. অধ্যাপক ডাঃ এ.বি.এম. আব্দুল্লাহ	গবেষণা
১৩. জনাব মংছেনচীং মংছিন্	গবেষণা
১৪. জনাব জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত	ভাষা ও সাহিত্য
১৫. ড. হায়াৎ মামুদ	ভাষা ও সাহিত্য
১৬. জনাব হাবীবুল্লাহ সিরাজী	ভাষা ও সাহিত্য

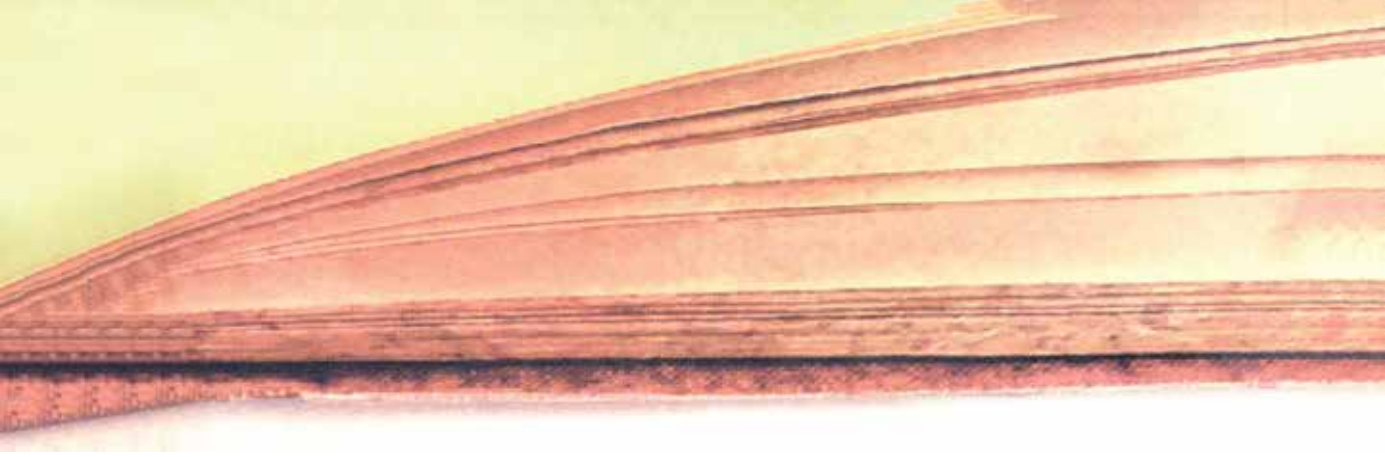

২০১৫ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. মরহুম পিয়ারু সরদার	ভাষা আন্দোলন
২. অধ্যাপক মজিবর রহমান দেবদাস	মুক্তিযুদ্ধ
৩. অধ্যাপক দ্বিজেন শর্মা	ভাষা ও সাহিত্য
৪. মুহম্মদ নূরুল হুদা	ভাষা ও সাহিত্য
৫. মরহুম আব্দুর রহমান বয়াতি	শিল্পকলা
৬. এস.এ. আবুল হায়াত	শিল্পকলা
৭. এ.টি.এম. শামসুজ্জামান	শিল্পকলা
৮. অধ্যাপক ডা. এম.এ. মান্নান	শিক্ষা
৯. সনৎকুমার সাহা	শিক্ষা
১০. আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া	গবেষণা
১১. কামাল লোহানী	সাংবাদিকতা
১২. ফরিদুর রেজা সাগর	গণমাধ্যম
১৩. ঝর্না ধারা চৌধুরী	সমাজসেবা
১৪. শ্রীমৎ সত্যপ্রিয় মহাথের	সমাজসেবা
১৫. অধ্যাপক ড. অরূপ রতন চৌধুরী	সমাজসেবা

২০১৪ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. শামসুল হুদা	ভাষা আন্দোলন
২. ডা. বদরুল আলম	ভাষা আন্দোলন
৩. ইমেরিটাস অধ্যাপক ডা. মুজিবুর রহমান	সমাজসেবা
৪. সমরজিৎ রায় চৌধুরী	শিল্পকলা
৫. রামকানাই দাশ	শিল্পকলা
৬. এস এম সোলায়মান	শিল্পকলা
৭. গোলাম সারওয়ার	সাংবাদিকতা
৮. প্রফেসর ড. এনামুল হক	গবেষণা
৯. প্রফেসর ড. অনুপম সেন	শিক্ষা
১০. জামিল চৌধুরী	ভাষা ও সাহিত্য
১১. বেলাল চৌধুরী	ভাষা ও সাহিত্য
১২. রশীদ হায়দার	ভাষা ও সাহিত্য
১৩. বিপ্রদাশ বড়ুয়া	ভাষা ও সাহিত্য
১৪. আবদুশ শাকুর	ভাষা ও সাহিত্য
১৫. কেরামত মওলা	শিল্পকলা

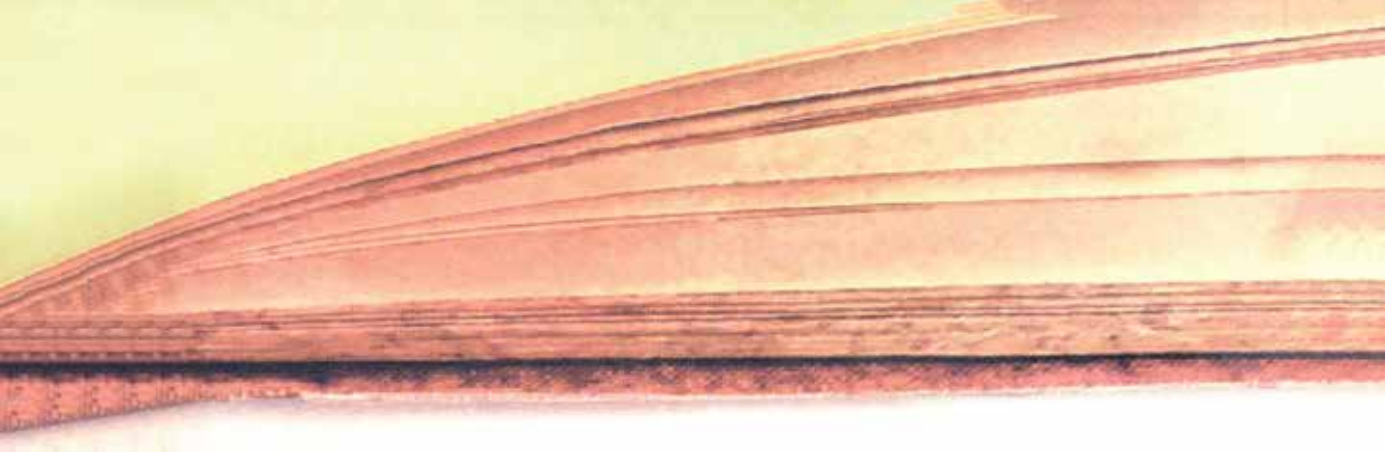

২০১৩ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. এম. এ. ওয়াদুদ	ভাষা আন্দোলন
২. অধ্যাপক অজিত কুমার গুহ	ভাষা আন্দোলন
৩. অধ্যক্ষ মো. কামরুজ্জামান	ভাষা আন্দোলন
৪. তোফাজ্জল হোসেন	ভাষা আন্দোলন
৫. এনামূল হক মোস্তফা শহীদ	মুক্তিযুদ্ধ
৬. নূরজাহান মুরশিদ	সমাজসেবা
৭. স্যামসন এইচ চৌধুরী	সমাজসেবা
৮. রফিক আজাদ	ভাষা ও সাহিত্য
৯. আসাদ চৌধুরী	ভাষা ও সাহিত্য
১০. কাদেরী কিবরিয়া	শিল্পকলা
১১. জামালউদ্দিন হোসেন	শিল্পকলা
১২. বিজয় কৃষ্ণ অধিকারী (চারণ কবি বিজয় সরকার)	শিল্পকলা
১৩. বাংলাদেশ উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী	শিল্পকলা

২০১২ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. মমতাজ বেগম	ভাষা আন্দোলন
২. মোবিনুল আজিম	শিল্পকলা
৩. তারেক মাসুদ	শিল্পকলা
৪. ড. ইনামুল হক	শিল্পকলা
৫. মামুনুর রশীদ	শিল্পকলা
৬. অধ্যাপক করুণাময় গোস্বামী	শিল্পকলা
৭. এহ্‌তেশাম হায়দার চৌধুরী	সাংবাদিকতা
৮. আশফাক মুনীর (মিশুক মুনীর)	সাংবাদিকতা
৯. হাবিবুর রহমান মিলন	সাংবাদিকতা
১০. অধ্যাপক অজয় কুমার রায়	শিক্ষা
১১. ড. মনসুরুল আলম খান	শিক্ষা
১২. প্রফেসর এ. কে. নাজমুল করিম	শিক্ষা
১৩. অধ্যাপক বরেন চক্রবর্তী	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
১৪. শ্রীমৎ শুদ্ধানন্দ মহাথের	সমাজসেবা
১৫. অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ	ভাষা ও সাহিত্য

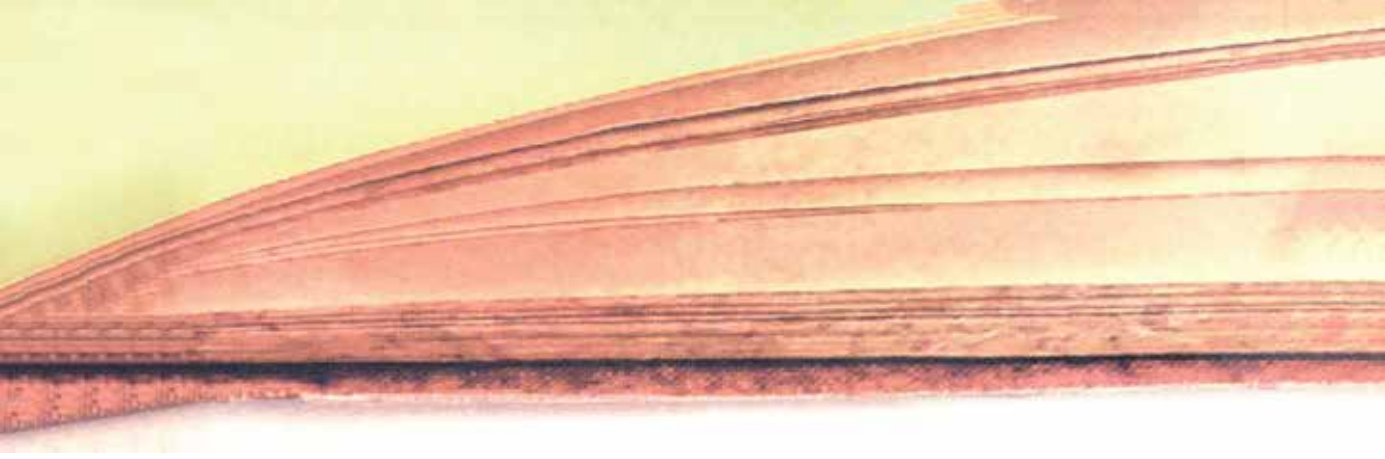

২০১১ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. শওকত আলী	ভাষা আন্দোলন
২. মোশারেফ উদ্দিন আহমদ	ভাষা আন্দোলন
৩. আমানুল হক	ভাষা আন্দোলন
৪. বাউল করিম শাহ্	শিল্পকলা
৫. জ্যোৎস্না বিশ্বাস	শিল্পকলা
৬. আখতার সাদমানী	শিল্পকলা
৭. নূরজাহান বেগম	সাংবাদিকতা
৮. আলহাজ্ব মোঃ আবুল হাশেম	সমাজসেবা
৯. মোঃ হারেস উদ্দিন (পলান) সরকার	সমাজসেবা
১০. মোহাম্মদ দেলওয়ার হোসেন	সমাজসেবা
১১. শহীদ কাদরী	ভাষা ও সাহিত্য
১২. আবদুল হক	ভাষা ও সাহিত্য
১৩. আবদুল হক চৌধুরী	গবেষণা

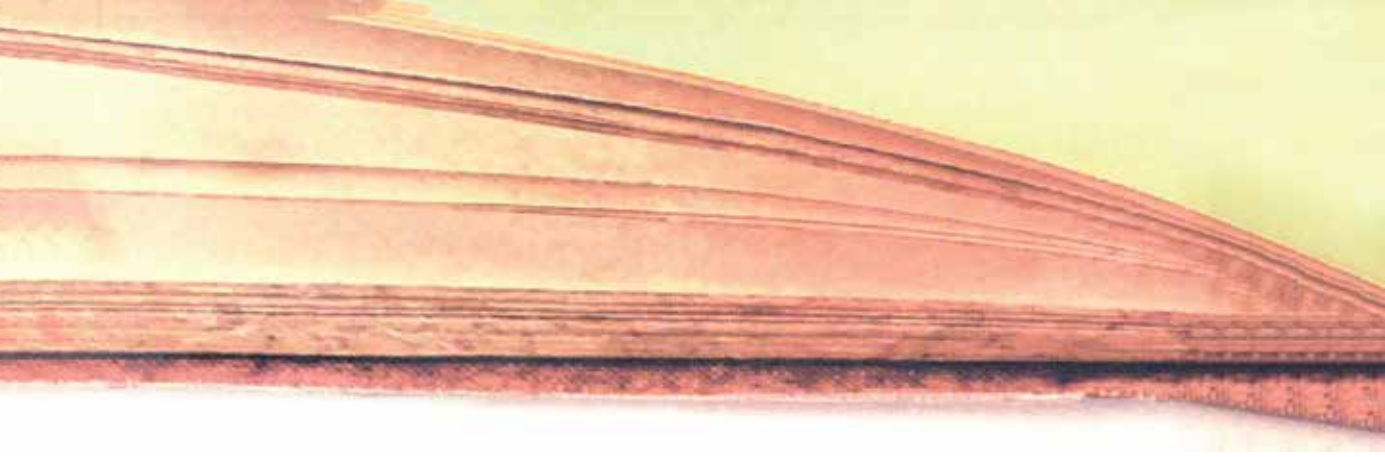

২০১০ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. ডা. গোলাম মাওলা	ভাষাসংগ্রাম
২. মোহাম্মদ রফিক	সাহিত্য
৩. সাঈদ আহমদ	সাহিত্য (নাট্যকার)
৪. হেলেনা খান	সাহিত্য
৫. ড. মুনতাসীর উদ্দিন খান মামুন (মুনতাসীর মামুন)	গবেষণা
৬. এএসএইচ কে সাদেক	সামাজিক ব্যক্তিত্ব
৭. সংঘরাজ জ্যোতিঃপাল মহাথের	সামাজিক ব্যক্তিত্ব
৮. একেএম হানিফ (হানিফ সংকেত)	সামাজিক ব্যক্তিত্ব
৯. পার্থ প্রতিম মজুমদার	শিল্পী (মূকাভিনয়)
১০. নাসির উদ্দিন ইউসুফ	শিল্পী (নাট্যকলা)
১১. একেএম আবদুর রউফ	শিল্পী (চিত্রশিল্পী)
১২. ইমদাদ হোসেন	শিল্পী (চিত্রশিল্পী)
১৩. আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল	শিল্পী (সুরকার)
১৪. লায়লা হাসান	শিল্পী (নৃত্য)
১৫. মোহাম্মদ আলম	ফটো-সাংবাদিক

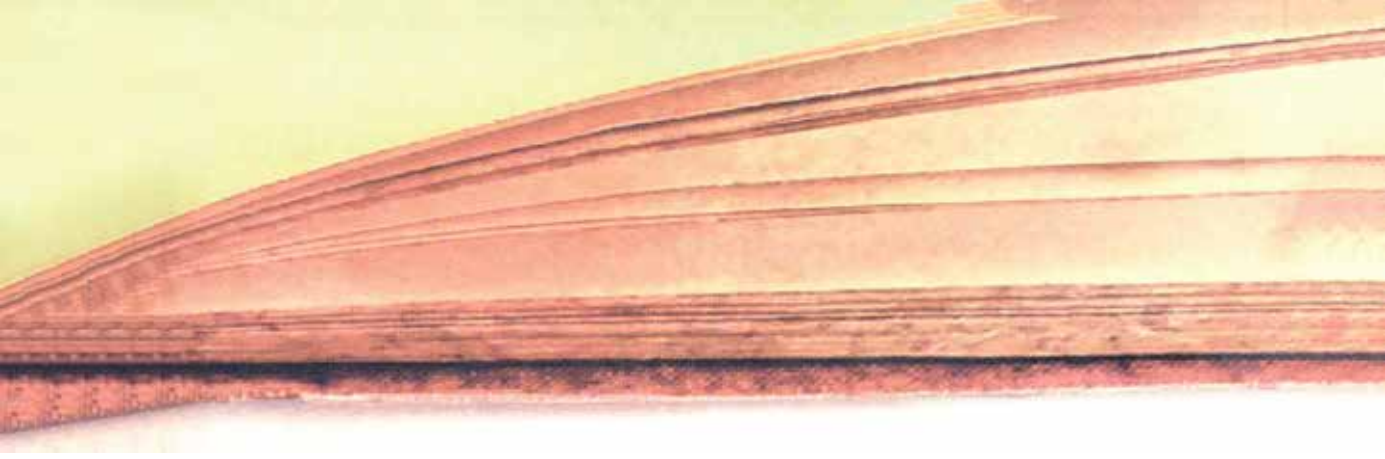

২০০৯ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. ড. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর	শিক্ষা
২. অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন	গবেষণা
৩. মরহুম মাহবুব উল আলম চৌধুরী	ভাষা আন্দোলন
৪. মরহুম আশরাফ-উজ্-জামান খান	সাংবাদিকতা
৫. বেগম বিলকিস নাসির উদ্দিন	সংগীত
৬. মানিক চন্দ্র সাহা	সাংবাদিকতা
৭. হুমায়ূন কবীর বালু	সাংবাদিকতা
৮. সেলিনা হোসেন	সাহিত্য
৯. শামসুজ্জামান খান	গবেষণা
১০. ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ	দারিদ্র্যবিমোচন
১১. মোহাম্মদ রফি খান (ডা. এম. আর. খান)	সমাজসেবা
১২. মনসুর উল করিম	চারুকলা
১৩. রামেন্দু মজুমদার	নাট্যকলা

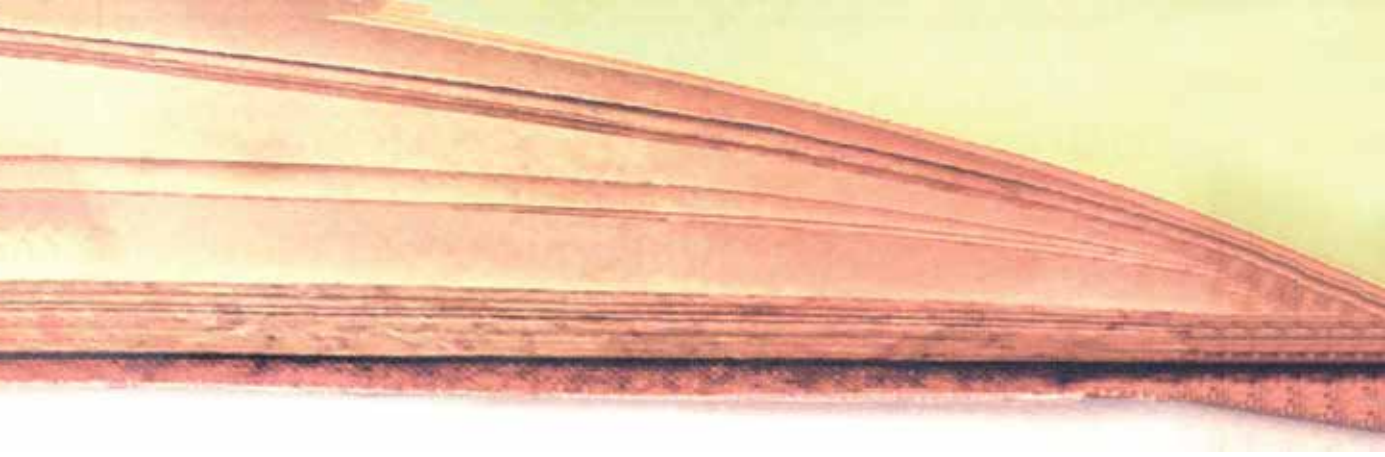

২০০৮ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. ড. নাজমা চৌধুরী	গবেষণা
২. খোন্দকার নুরুল আলম	সংগীত
৩. মরহুম ওয়াহিদুল হক	সংগীত
৪. প্রয়াত শ্যামসুন্দর বৈষ্ণব	সংগীত
৫. প্রয়াত শেফালী ঘোষ	সংগীত
৬. প্রফেসর ড. মোজাফ্ফর আহমদ	শিক্ষা
৭. মরহুম খালেক নওয়াজ খান	ভাষাসৈনিক
৮. মরহুমা অধ্যাপক ডা. জোহরা বেগম কাজী	সমাজসেবা
৯. কবি দিলওয়ার খান	সাহিত্য

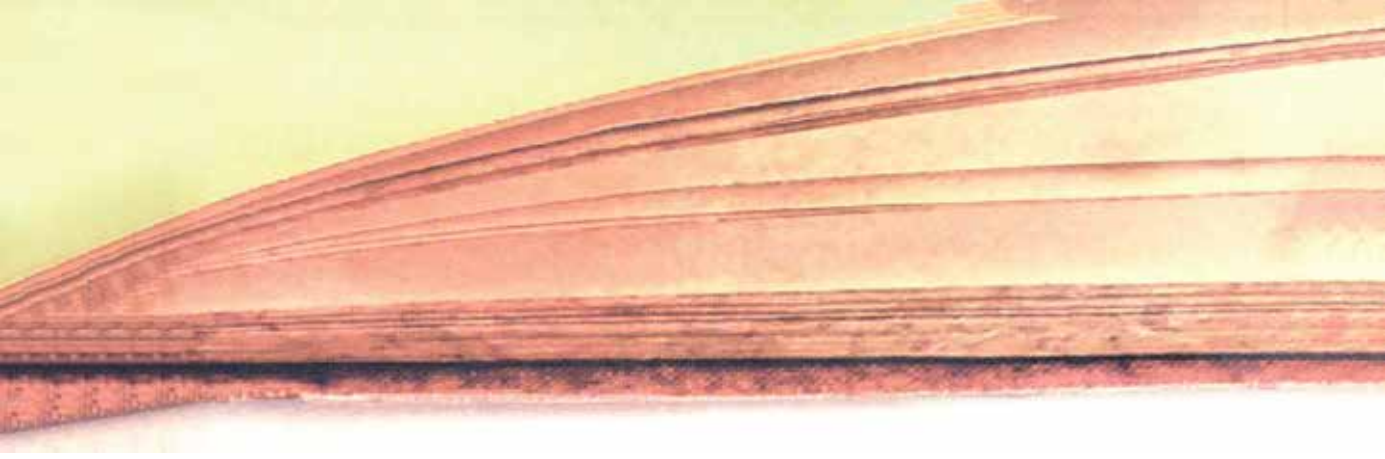

২০০৭ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান	সাহিত্য
২. জনাব মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্	সাহিত্য
৩. মরহুম আনোয়ার পারভেজ	সংগীত
৪. মরহুম এম এ বেগ	চারুকলা (আলোকচিত্র)
৫. ড. সেলিম আল দীন	নাটক

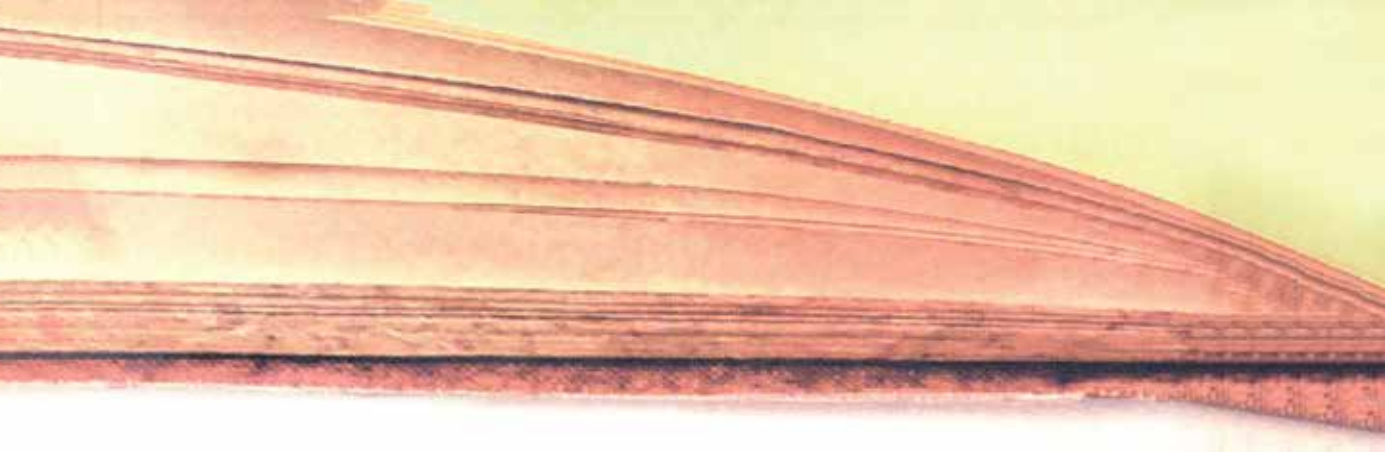

২০০৬ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. অধ্যাপক জসীম উদ্দিন আহমদ	শিক্ষা
২. ড. সুকোমল বড়ুয়া	শিক্ষা
৩. অধ্যাপক আনোয়ারা বেগম	শিক্ষা
৪. অধ্যাপক এম. আসাদুজ্জামান	শিক্ষা
৫. ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ	সাহিত্য
৬. মরহুম অধ্যাপক মোঃ নূরুল ইসলাম	সাহিত্য (মরণোত্তর)
৭. অধ্যাপক হামিদুজ্জামান খান	ভাস্কর্য
৮. বেগম রওশন আরা মুস্তাফিজ	সংগীত
৯. মরহুম আনোয়ার উদ্দিন খান	সংগীত
১০. বেগম ফাতেমাতুজজোহরা	সংগীত
১১. জনাব গাজীউল হাসান খান	সাংবাদিকতা
১২. মরহুম শাহাদত চৌধুরী	সাংবাদিকতা (মরণোত্তর)
১৩. জনাব আফতাব আহমদ	আলোকচিত্র শিল্প

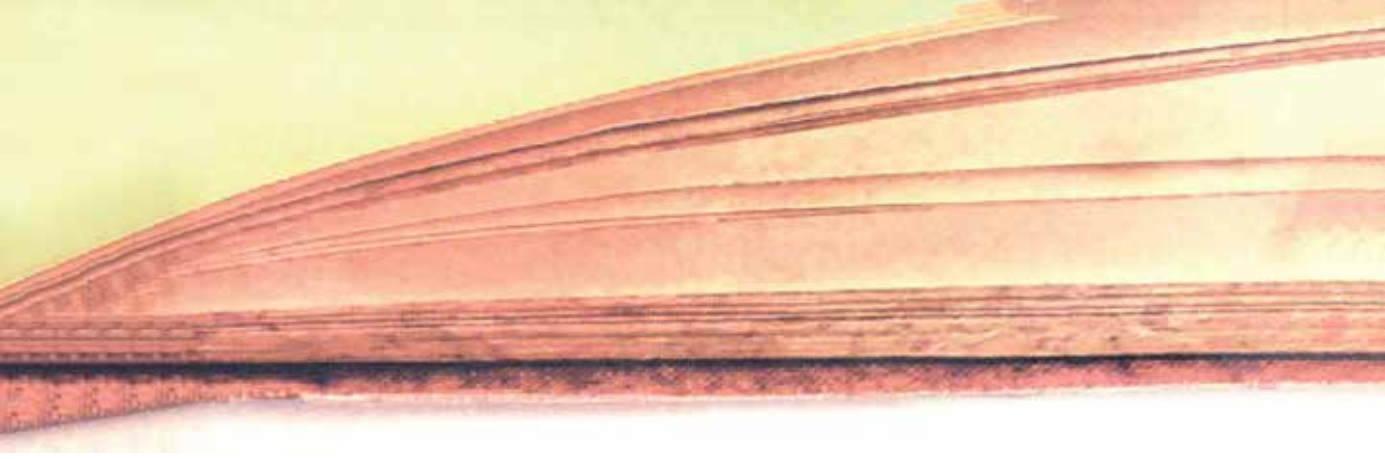

২০০৫ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. মোঃ সাইফুর রহমান	ভাষাসংগ্রাম
২. খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন	ভাষাসংগ্রাম
৩. মরহুম সৈয়দ মুজতবা আলী	সাহিত্য (মরণোত্তর)
৪. অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ	শিক্ষা
৫. অধ্যাপক ইকবাল মাহমুদ	শিক্ষা
৬. অধ্যাপক জুবাইদা গুলশান আরা	সাহিত্য
৭. প্রয়াত মহাসংঘনায়ক শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ মহাথের	সমাজসেবা (মরণোত্তর)
৮. মরহুম অধ্যাপক আসহাব উদ্দীন আহমদ	সাহিত্য (মরণোত্তর)
৯. আবু সালেহ	সাহিত্য
১০. বশির আহমেদ	সংগীত
১১. শ্রী চিত্তরঞ্জন সাহা	শিক্ষা
১২. মোহাম্মদ আবদুল গফুর	ভাষাসংগ্রাম
১৩. আবু সাত্তার মোহাম্মদ শাহ জামান আপেল মাহমুদ	সংগীত
১৪. মোঃ মাশির হোসেন	সাংবাদিকতা

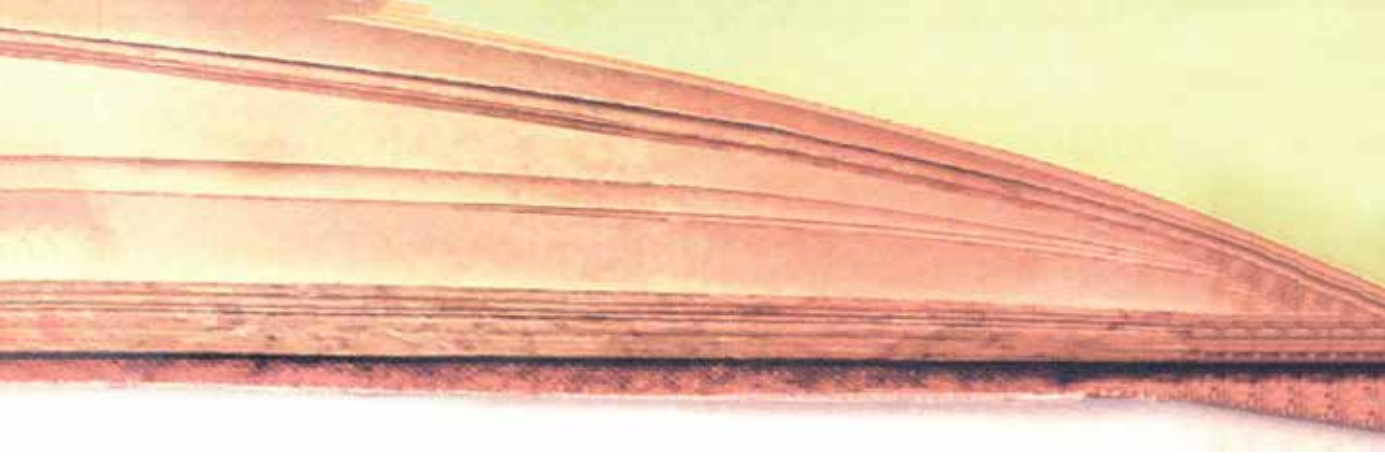

২০০৪ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা	শিক্ষা
২. অধ্যাপক ড. ওয়াকিল আহমদ	গবেষণা
৩. ফরিদা হোসেন	সাহিত্য
৪. নীলুফার ইয়াসমীন	সংগীত (মরণোত্তর)
৫. মনিরুজ্জামান মনির	সংগীত
৬. মুস্তাফা মনোয়ার	চারুকলা
৭. নবাব ফয়জুন্নেছা	সমাজসেবা (মরণোত্তর)
৮. ডা. যোবায়দা হান্নান	সমাজসেবা
৯. এ.জেড.এম. এনায়েতুল্লাহ খান	সাংবাদিকতা
১০. চাষী নজরুল ইসলাম	চলচ্চিত্র

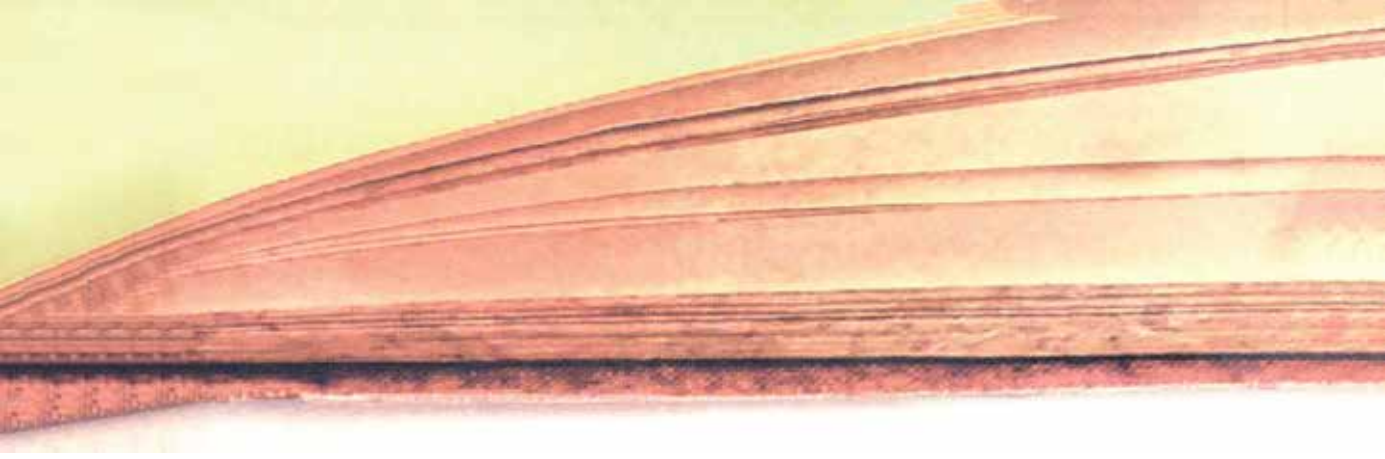

২০০৩ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. অধ্যাপক মুহম্মদ শামস-উল-হক	শিক্ষা
২. মরহুম মুহাম্মদ একরামুল হক	শিক্ষা (মরণোত্তর)
৩. মরহুম জেবুন্নেসা রহমান	শিক্ষা (মরণোত্তর)
৪. মরহুম জোবেদা খানম	শিক্ষা (মরণোত্তর)
৫. জনাব আবদুল মান্নান সৈয়দ	গবেষণা
৬. জনাব আল মুজাহিদী	সাহিত্য
৭. বেগম আনজুমান আরা বেগম	সংগীত
৮. মরহুম লোকমান হোসেন ফকির	সংগীত (মরণোত্তর)
৯. মরহুম খান আতাউর রহমান	চলচ্চিত্র (মরণোত্তর)
১০. জনাব আবদুল হামিদ	(ক্রীড়া) সাংবাদিকতা
১১. জনাব মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন মোস্তান	সাংবাদিকতা
১২. UNESCO	বাংলা ভাষাকে বিশ্বের মাঝে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে তুলে ধরার জন্য

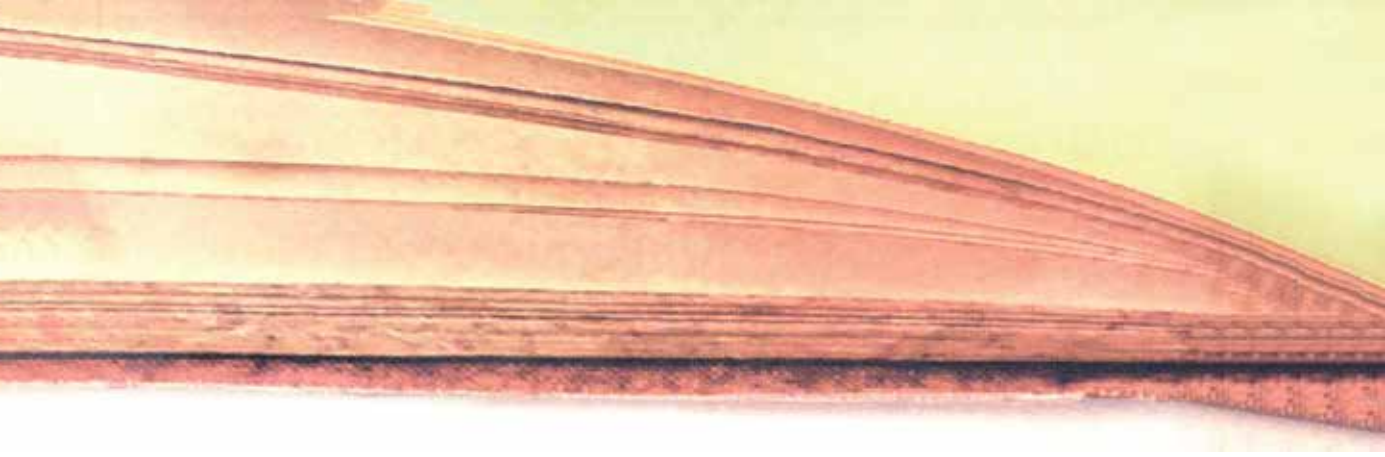

২০০২ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. মরহুম মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী	ভাষাসংগ্রাম (মরণোত্তর)
২. মরহুম ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্	সাহিত্য ও ভাষা আন্দোলন (মরণোত্তর)
৩. অধ্যাপক ড. সুফিয়া আহমেদ	সাংস্কৃতিক বিকাশ ও ভাষা সংগ্রাম
৪. প্রয়াত কবিয়াল রমেশ শীল	গণসংগীত (মরণোত্তর)
৫. জনাব সিরাজুর রহমান	সাংবাদিকতা
৬. জনাব সাদেক খান	ভাষা আন্দোলন ও চলচ্চিত্র
৭. জনাব গাজী মাজহারুল আনোয়ার	সংগীত
৮. মরহুম ডা. মঞ্জুর হোসেন	ভাষাসংগ্রাম (মরণোত্তর)
৯. অ্যাডভোকেট কাজী গোলাম মাহবুব	ভাষাসংগ্রাম
১০. অধ্যাপক শরীফ হোসেন	শিক্ষা
১১. মরহুম অধ্যাপক ড. আবুল কালাম আজাদ	শিক্ষা (মরণোত্তর)
১২. মরহুম আবদুল জব্বার খান	চলচ্চিত্র (মরণোত্তর)
১৩. মরহুম আহমদ ছফা	সাহিত্য (মরণোত্তর)
১৪. জনাব প্রতিভা মুৎসুদ্দি	শিক্ষা

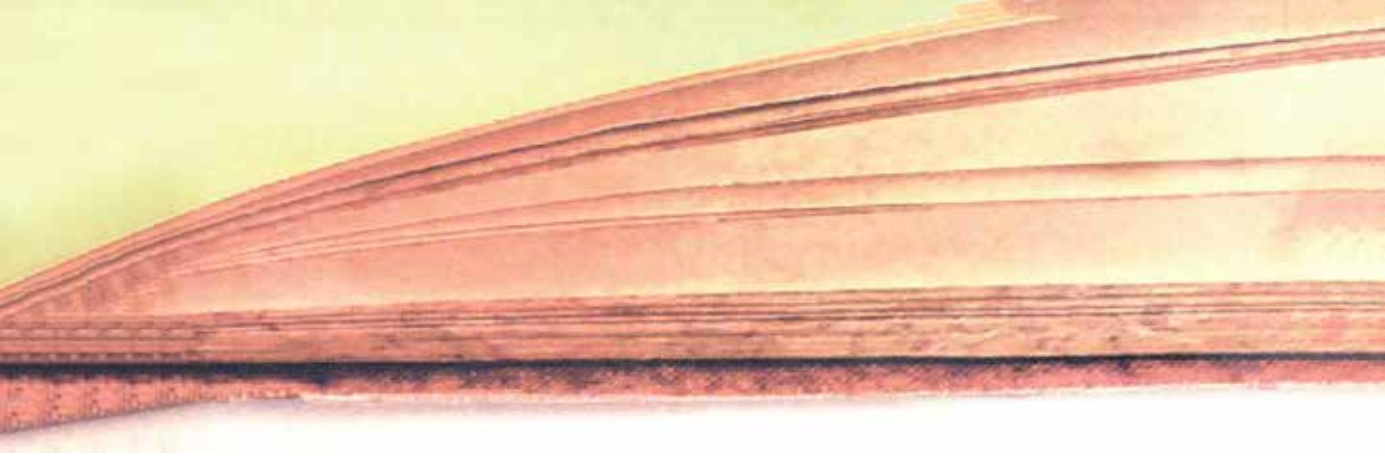

২০০১ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. জনাব আবদুল মতিন	ভাষাসংগ্রাম
২. The Mother Language Lovers of the World	২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণায় অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ
৩. অধ্যাপক মোঃ রফিকুল ইসলাম	শিক্ষা
৪. বেগম শ্যামলী নাসরীন চৌধুরী	শিক্ষা
৫. জনাব মহাদেব সাহা	সাহিত্য
৬. জনাব জিয়া হায়দার	সাহিত্য
৭. জনাব নির্মলেন্দু গুণ	সাহিত্য
৮. জনাব গোলাম মোস্তফা	চলচ্চিত্র
৯. জনাব আতাউর রহমান	নাটক
১০. কবিয়াল ফণী বড়ুয়া	সংগীত
১১. শাহ আবদুল করিম	লোকসংগীত
১২. জনাব বিনয় বাঁশী জলদাস	যন্ত্রসংগীত

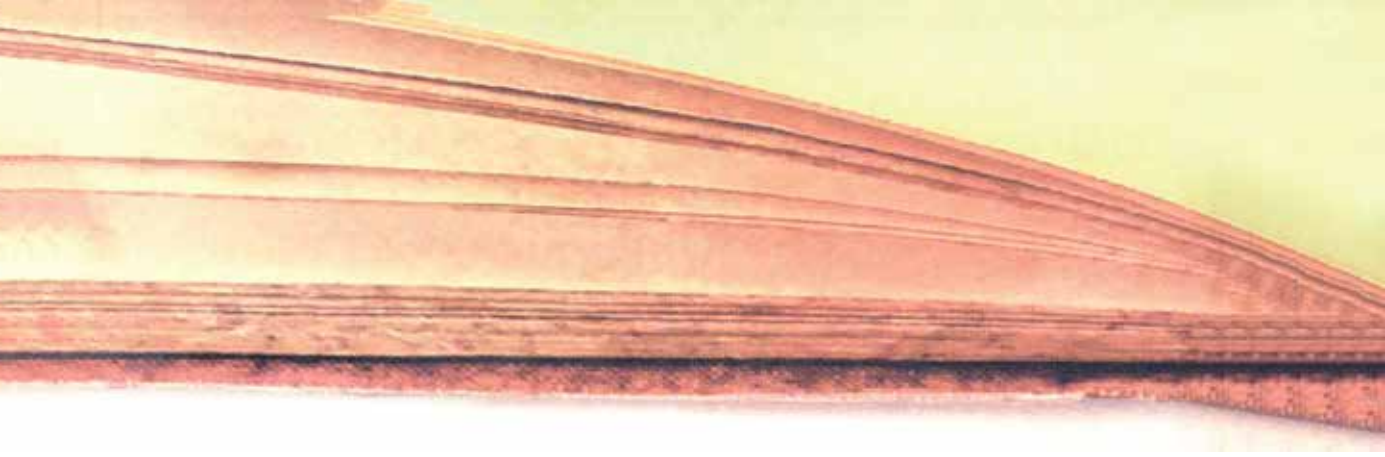

২০০০ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. শহীদ আবুল বরকত	ভাষা আন্দোলন (মরণোত্তর)
২. শহীদ আবদুল জব্বার	ভাষা আন্দোলন (মরণোত্তর)
৩. শহীদ আবদুস সালাম	ভাষা আন্দোলন (মরণোত্তর)
৪. শহীদ রফিকউদ্দিন আহমদ	ভাষা আন্দোলন (মরণোত্তর)
৫. শহীদ শফিউর রহমান	ভাষা আন্দোলন (মরণোত্তর)
৬. জনাব আবু নছর মোঃ গাজীউল হক	ভাষা আন্দোলন
৭. মরহুম মহিউদ্দিন আহমেদ	সমাজ ও রাজনীতি (মরণোত্তর)
৮. ড. নীলিমা ইব্রাহীম	শিক্ষা
৯. অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলাম	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
১০. জনাব এখ্‌লাসউদ্দিন আহ্‌মদ	সাহিত্য
১১. মরহুম জাহিদুর রহিম	সংগীত (মরণোত্তর)
১২. জনাব খালিদ হোসেন	সংগীত
১৩. সৈয়দ আবদুল হাদী	সংগীত
১৪. জনাব আবদুল্লাহ আল মামুন	নাটক
১৫. জনাব শামীম সিকদার	ভাস্কর্য

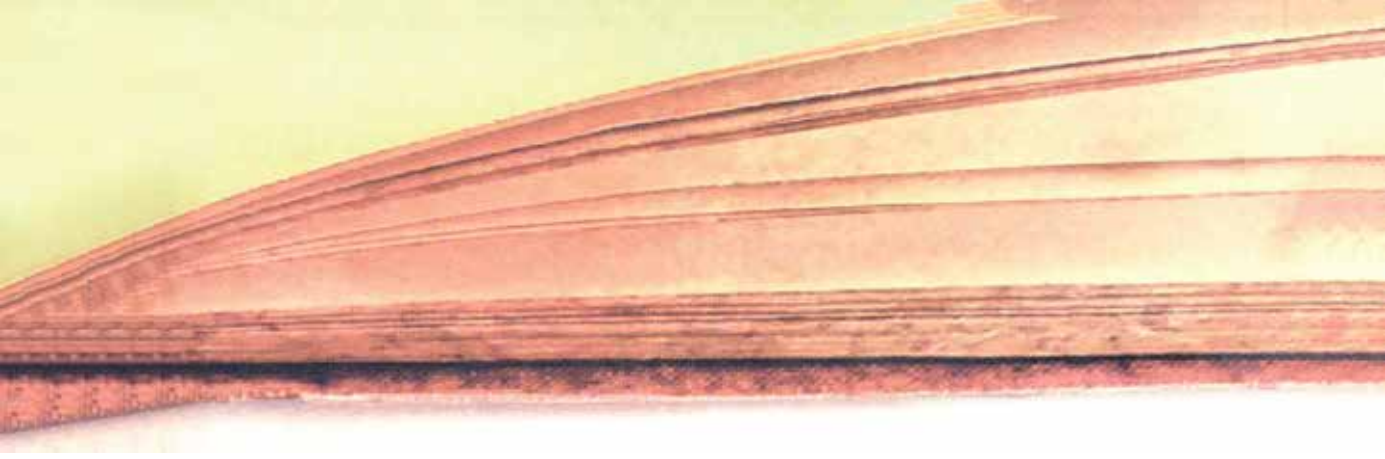

১৯৯৯ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. জনাব হাসান আজিজুল হক	সাহিত্য
২. সৈয়দ হাসান ইমাম	চলচ্চিত্র
৩. জনাব সুভাষ দত্ত	চলচ্চিত্র
৪. জনাব আলী যাকের	নাটক
৫. জনাব মনিরুল ইসলাম	চারুকলা
৬. বেগম হুসনা বানু খানম	সংগীত
৭. জনাব ফকির আলমগীর	সংগীত
৮. জনাব এ.বি.এম. মূসা	সাংবাদিকতা
৯. জনাব কে.জি. মুস্তাফা	সাংবাদিকতা
১০. মরহুম আলতামাস আহমেদ	নৃত্য (মরণোত্তর)

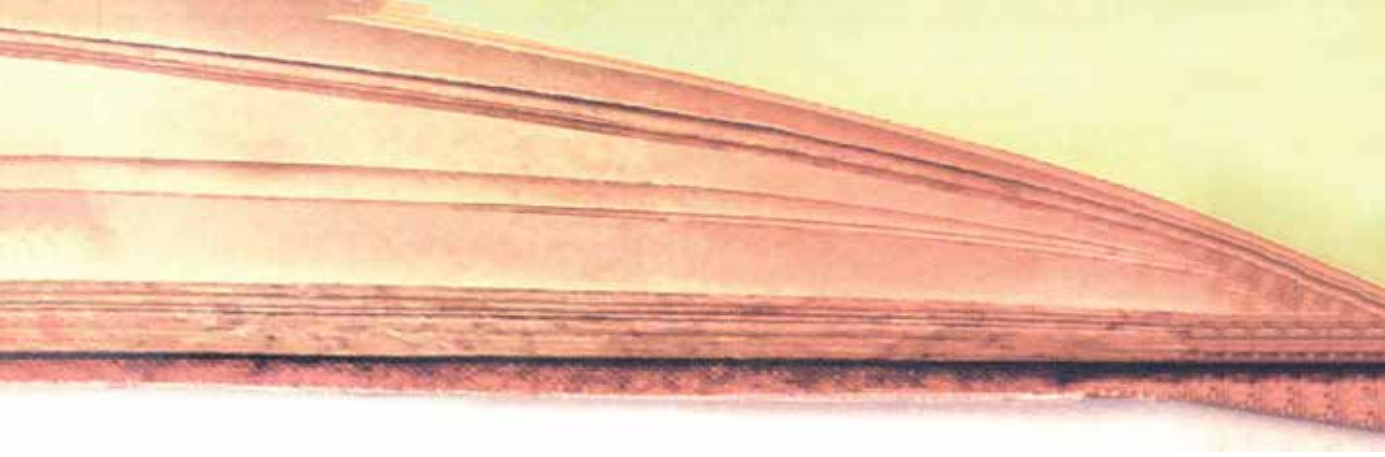

১৯৯৮ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. প্রয়াত রণেশ দাশগুপ্ত	সাহিত্য (মরণোত্তর)
২. মরহুম আখতারুজ্জামান ইলিয়াস	সাহিত্য (মরণোত্তর)
৩. রোকনুজ্জামান খান (দাদাভাই)	সাংবাদিকতা
৪. মরহুম আবুল কাসেম সন্দ্বীপ	সাংবাদিকতা (মরণোত্তর)
৫. বেগম ফেরদৌসী মজুমদার	নাটক
৬. বেগম মাহবুবা রহমান	সংগীত

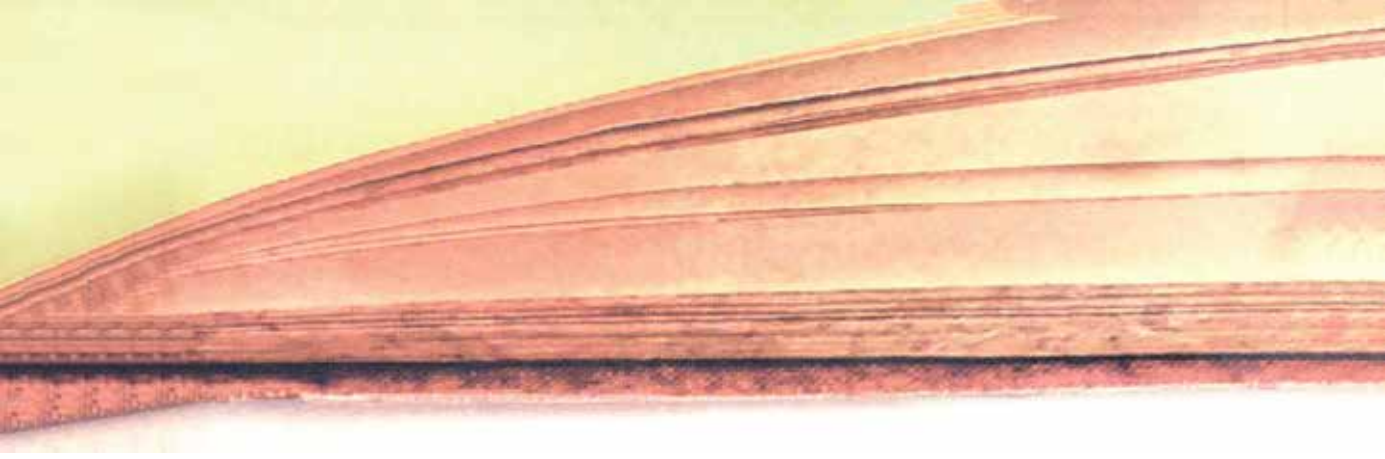

১৯৯৭ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. জনাব আবু ইসহাক	সাহিত্য
২. বেগম নভেরা আহ্‌মেদ	ভাস্কর্য
৩. জনাব নিতুন কুণ্ডু	ভাস্কর্য
৪. প্রয়াত দেবু ভট্টাচার্য্য	সংগীত (মরণোত্তর)
৫. প্রয়াত রুনু বিশ্বাস	নৃত্য (মরণোত্তর)
৬. ড. রাজিয়া খান	শিক্ষা
৭. ড. সিরাজুল হক	শিক্ষা
৮. জনাব শবনম মুশতারী	সংগীত
৯. জনাব সন্তোষ গুপ্ত	সাংবাদিকতা
১০. মরহুম মোনাজাত উদ্দিন	সাংবাদিকতা (মরণোত্তর)
১১. জনাব মমতাজউদদীন আহমদ	নাটক

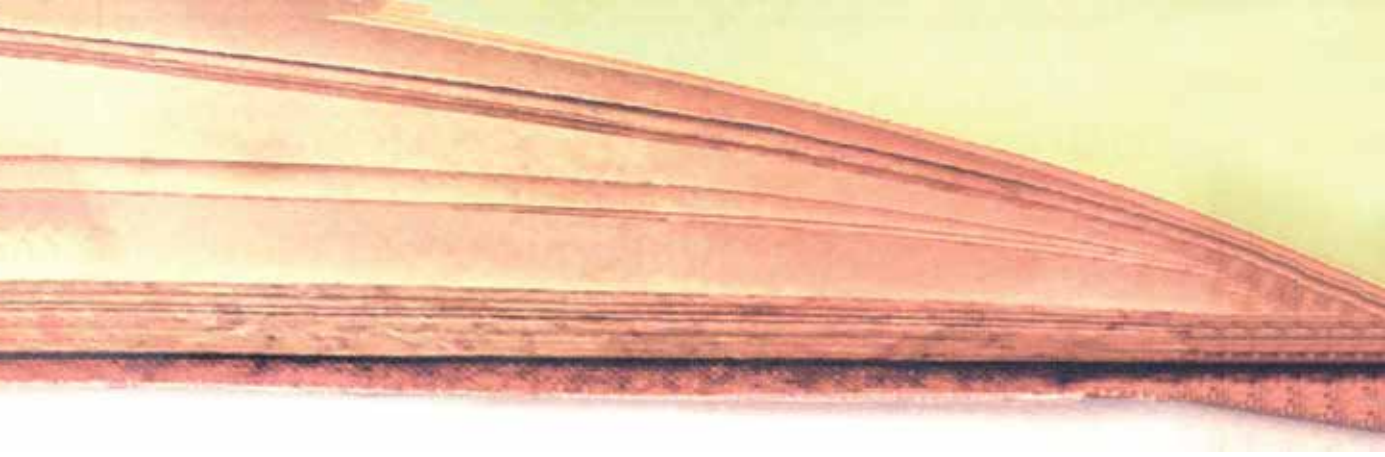

১৯৯৬ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. জনাব হাসনাত আবদুল হাই	সাহিত্য
২. জনাব রাহাত খান	সাহিত্য
৩. মরহুম এ.কে.এম. ফিরোজ আলম (ফিরোজ সাঁই)	সংগীত (মরণোত্তর)
৪. মরহুম অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই	শিক্ষা (মরণোত্তর)
৫. অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী	শিক্ষা
৬. জনাব মোহাম্মদ কামরুজ্জামান	সাংবাদিকতা
৭. অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শাহজাহান	শিক্ষা

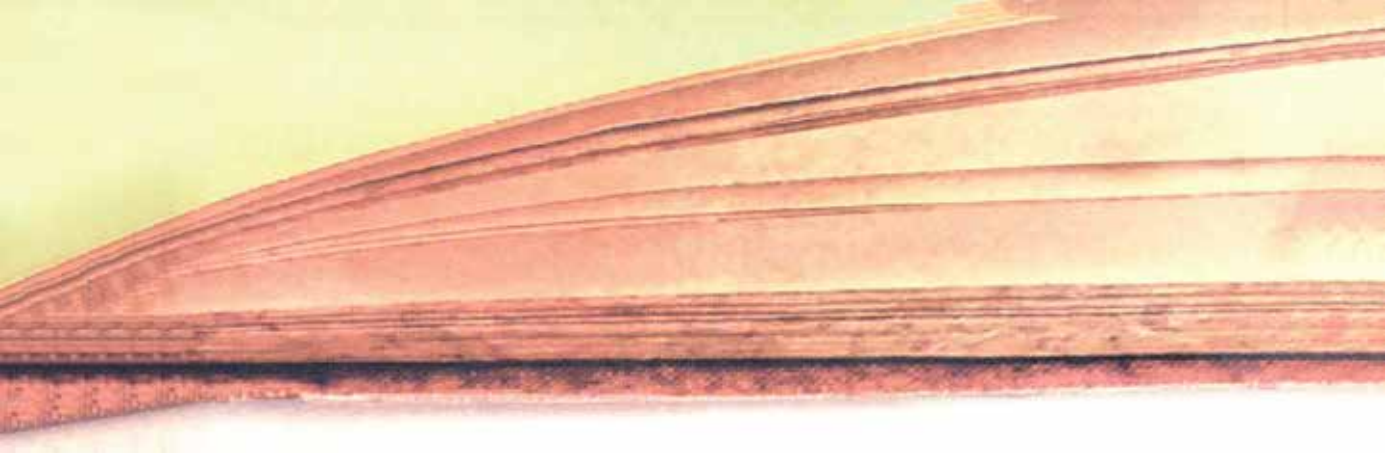

১৯৯৫ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. জনাব আহমদ রফিক	সাহিত্য
২. বেগম রওশন জামিল	নৃত্যকলা
৩. জনাব মোস্তফা জামান আব্বাসী	সংগীত
৪. জনাব রথীন্দ্রনাথ রায়	সংগীত
৫. ড. আবদুল করিম	শিক্ষা
৬. ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ	শিক্ষা
৭. শহীদ নিজামুদ্দিন আহমেদ	সাংবাদিকতা (মরণোত্তর)
৮. জনাব শাইখ সিরাজ	সাংবাদিকতা

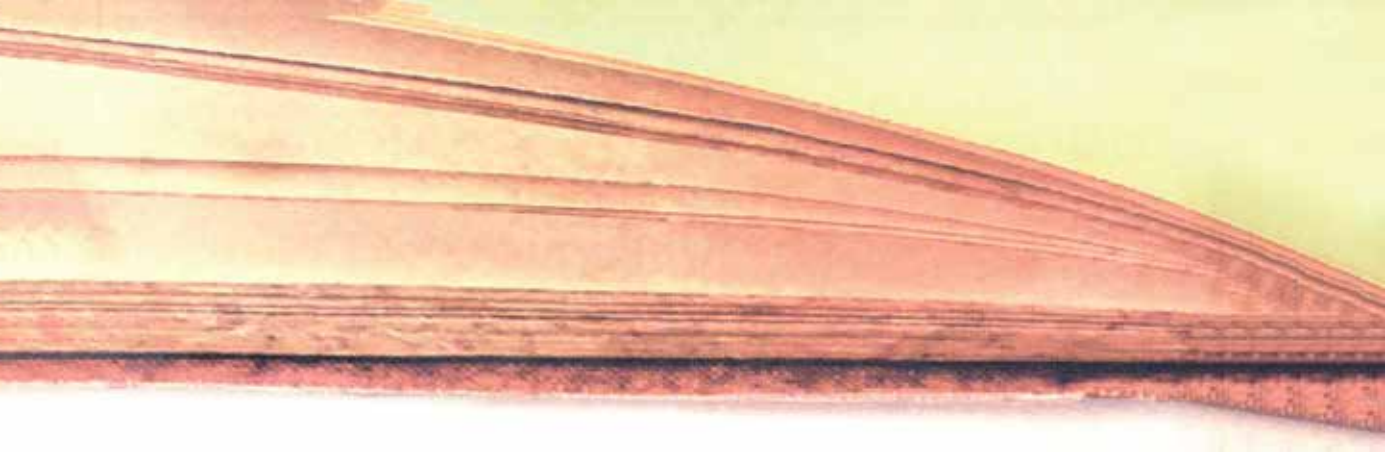

১৯৯৪ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. মরহুম সরদার জয়েনউদ্‌দীন	সাহিত্য (মরণোত্তর)
২. জনাব হুমায়ূন আহমেদ	সাহিত্য
৩. জনাব আলি মনসুর	নাট্যকলা
৪. জনাব আবু তাহের	চারুকলা
৫. বেগম নীনা হামিদ	কণ্ঠসংগীত
৬. জনাব শাহাদাত হোসেন খান	যন্ত্রসংগীত
৭. প্রফেসর মোহাম্মদ নোমান	শিক্ষা
৮. জনাব হাসানউজ্জামান খান	সাংবাদিকতা

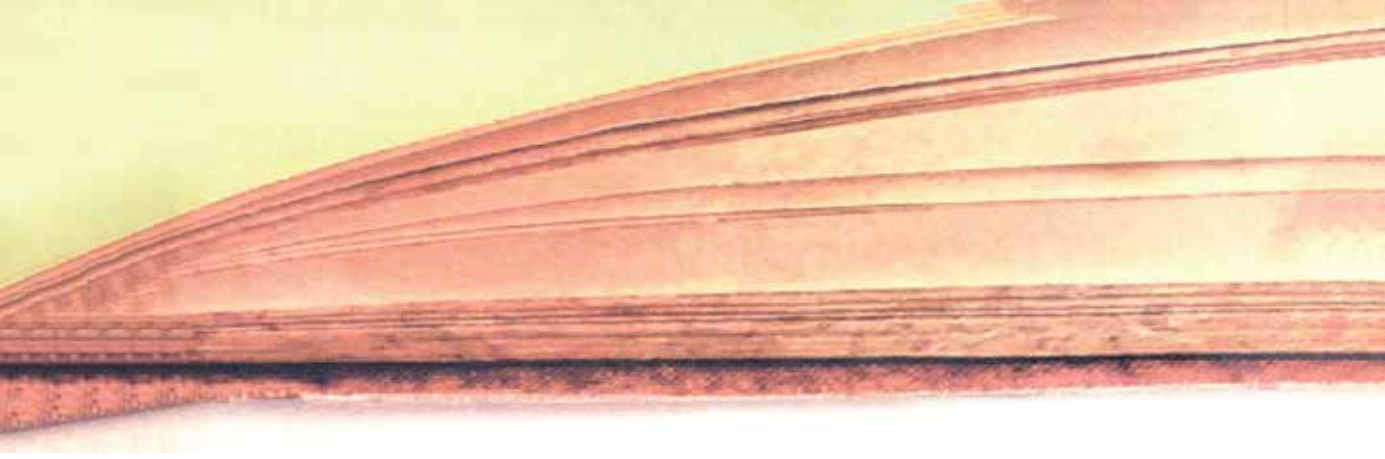

১৯৯৩ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. মরহুম মনিরউদ্দীন ইউসুফ	সাহিত্য (মরণোত্তর)
২. বেগম রাবেয়া খাতুন	সাহিত্য
৩. শহীদ মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী	শিক্ষা
৪. জনাব রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ	সাংবাদিকতা
৫. জনাব মোহাম্মদ আসাফ্উদ্দৌলাহ্	সংগীত
৬. ওস্তাদ ফজলুল হক	সংগীত
৭. বেগম দিলারা জামান	নাট্যাভিনয়
৮. জনাব রফিকুন নবী	চারুকলা
৯. জনাব জুয়েল আইচ	জাদুশিল্প

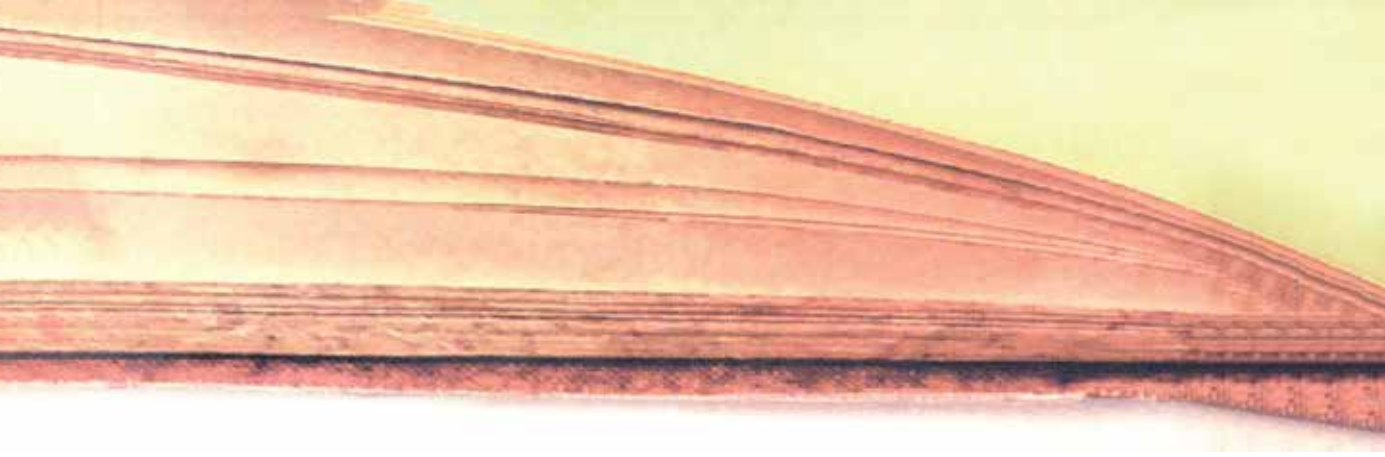

১৯৯২ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ	সাহিত্য
২. অধ্যাপক মোবাশ্বের আলী	সাহিত্য
৩. অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ	শিক্ষা
৪. জনাব খান মোহাম্মদ সালেক	শিক্ষা
৫. জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী	সাংবাদিকতা
৬. জনাব আতাউস সামাদ	সাংবাদিকতা
৭. বেগম শাহনাজ রহমতউল্লাহ	সংগীত
৮. জনাব আমজাদ হোসেন	নাটক
৯. জনাব হাশেম খান	চারুকলা

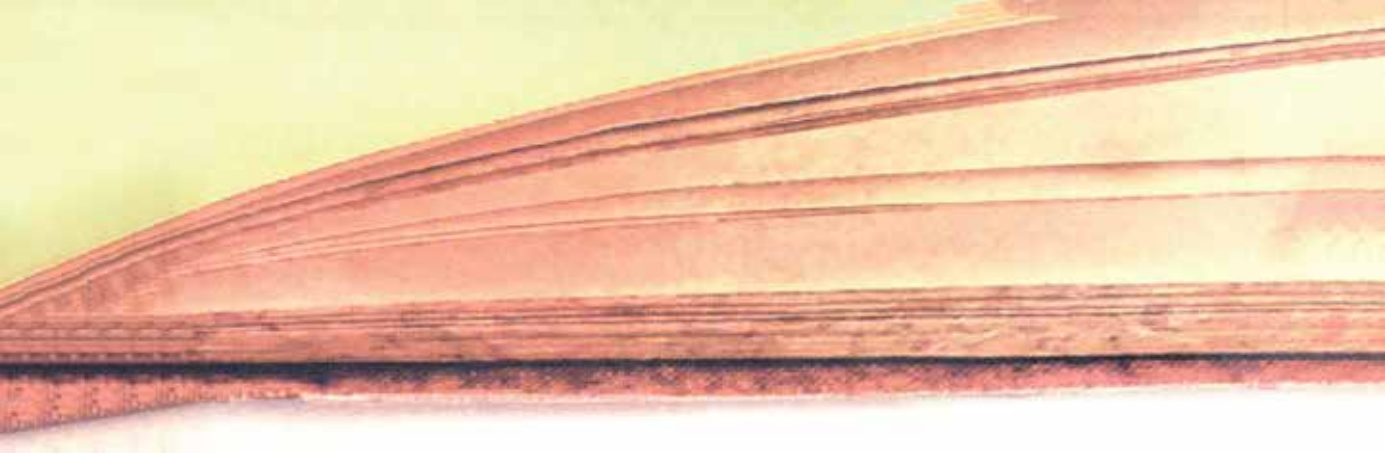

১৯৯১ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. ড. আহমদ শরীফ	সাহিত্য
২. প্রফেসর কবীর চৌধুরী	সাহিত্য
৩. অধ্যাপক সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ	শিক্ষা
৪. অধ্যাপক এ. এম. হারুন-অর-রশীদ	শিক্ষা
৫. জনাব ফয়েজ আহমদ	সাংবাদিকতা
৬. ড. সন্জীদা খাতুন	সংগীত
৭. জনাব মোহাম্মদ আমিনুল হক	নাট্যকলা
৮. কাজী আবদুল বাসেত	চারুকলা

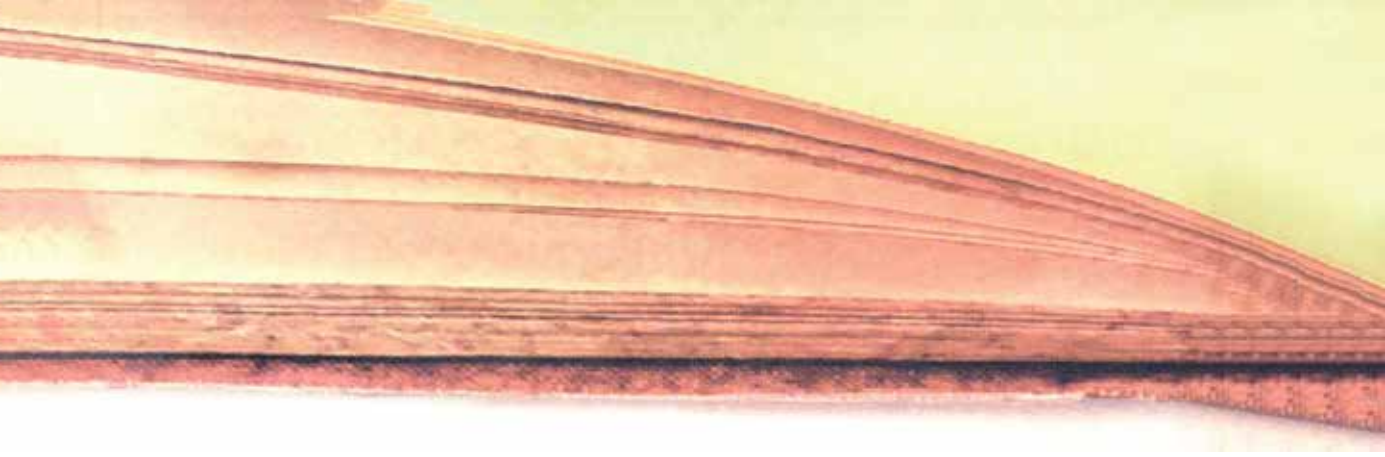

১৯৯০ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. জনাব শওকত আলী	সাহিত্য
২. মরহুম আবদুল গণি হাজারী	সাংবাদিকতা (মরণোত্তর)
৩. মরহুম প্রফেসর লুৎফুল হায়দার চৌধুরী	শিক্ষা (মরণোত্তর)
৪. জনাব দেবদাস চক্রবর্তী	চারুশিল্প
৫. বেগম রাজিয়া খানম (ঝুনু)	শিল্পকলা (নৃত্য)
৬. মরহুম খোদা বক্‌স সাঁই	কণ্ঠসংগীত (মরণোত্তর)

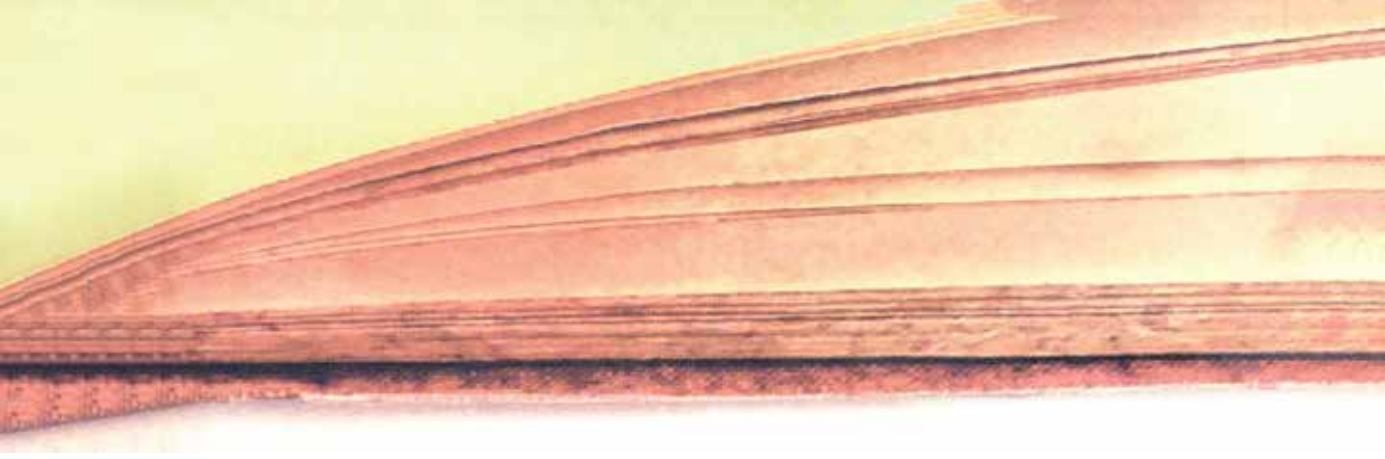

১৯৮৯ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. জনাব শাহেদ আলী	সাহিত্য
২. বেগম রাজিয়া মজিদ	সাহিত্য
৩. ড. মাহমুদ শাহ্ কোরেশী	শিক্ষা
৪. মরহুম মুহাম্মদ আসফ-উদ-দৌলা রেজা	সাংবাদিকতা (মরণোত্তর)
৫. মরহুম এ. কে. এম. শহীদুল হক	সাংবাদিকতা (মরণোত্তর)
৬. জনাব আব্দুর রাজ্জাক	চারুশিল্প
৭. প্রয়াত অমলেন্দু বিশ্বাস	নাট্যাভিনয় (মরণোত্তর)

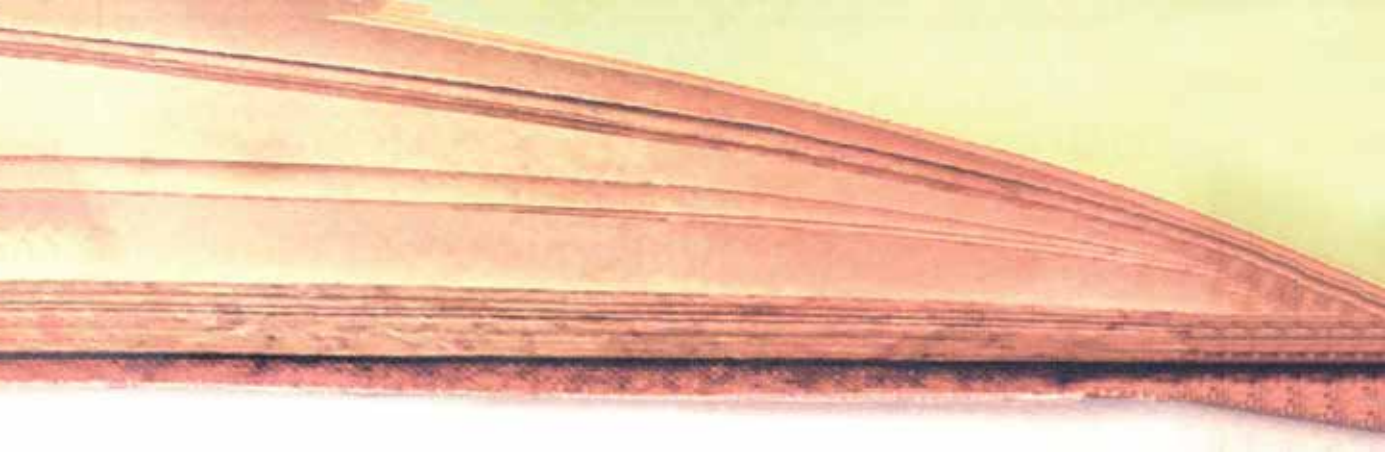

১৯৮৮ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. মরহুম বন্দে আলী মিয়া	সাহিত্য (মরণোত্তর)
২. ড. আশরাফ সিদ্দিকী	সাহিত্য
৩. জনাব ফজল শাহাবুদ্দীন	সাহিত্য
৪. জনাব আনোয়ার হোসেন	নাটক
৫. জনাব সুধীন দাশ	সংগীত

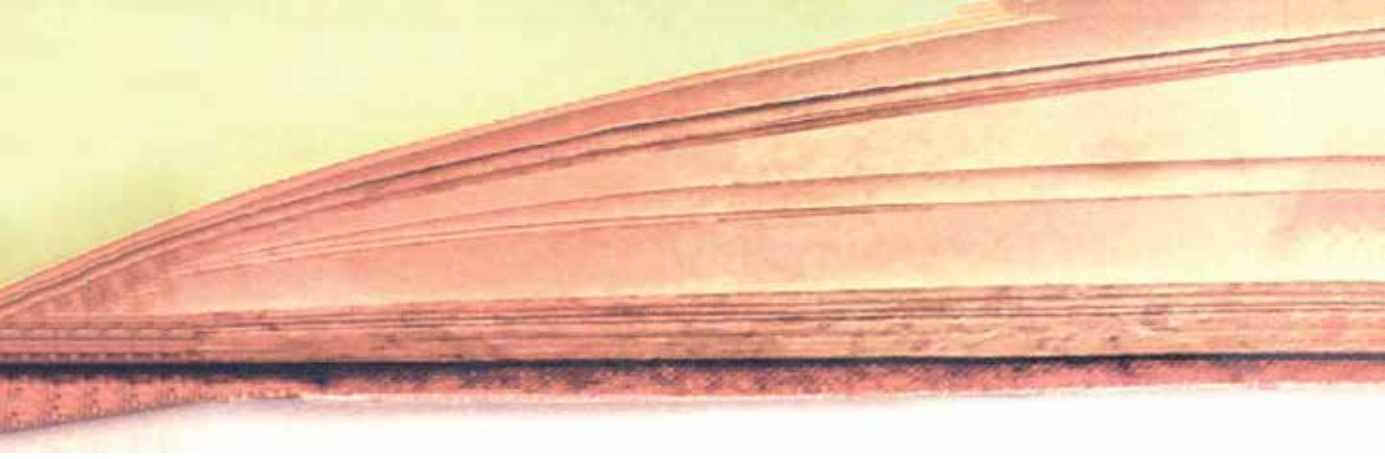

১৯৮৭ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান	সাহিত্য
২. ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল	সাহিত্য
৩. মরহুম আনিস সিদ্দিকী	সাহিত্য (মরণোত্তর)
৪. জনাব জাহানারা আরজু	সাহিত্য
৫. ড. আহমদ শামসুল ইসলাম	শিক্ষা
৬. প্রফেসর এম. এ নাসের	শিক্ষা
৭. অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আবুল কাশেম	শিক্ষা
৮. মরহুম নুরুল ইসলাম পাটোয়ারী	সাংবাদিকতা (মরণোত্তর)
৯. জনাব এস. এম. আহমেদ হুমায়ুন	সাংবাদিকতা
১০. প্রয়াত কানাইলাল শীল	যন্ত্রসংগীত (মরণোত্তর)
১১. বেগম ফরিদা পারভীন	সংগীত
১২. সৈয়দ মঈনুল হোসেন	শিল্পকলা (স্থাপত্য)

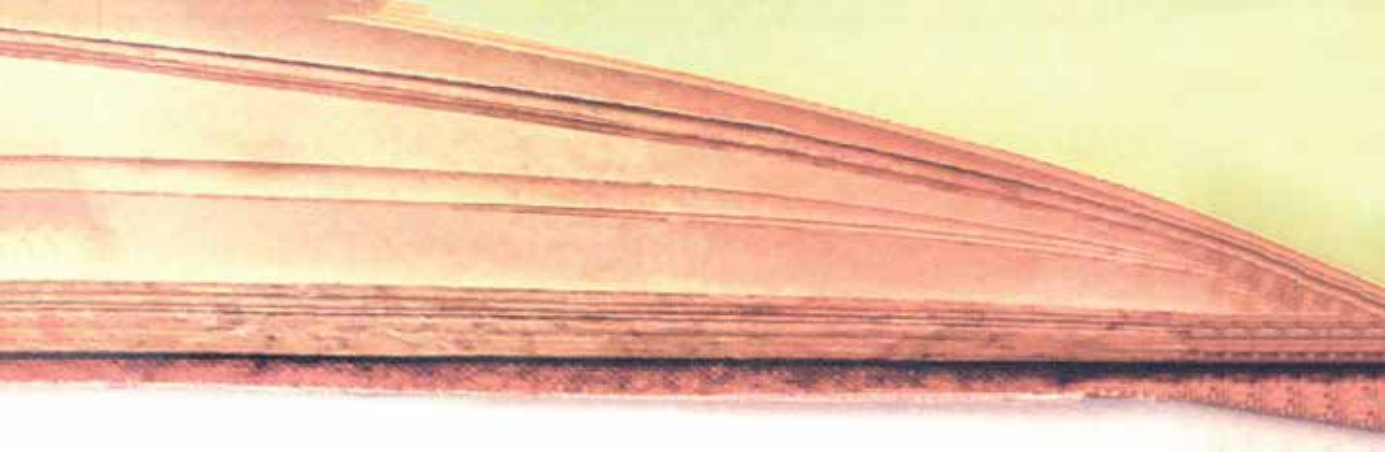

১৯৮৬ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. ড. আলাউদ্দিন আল আজাদ	সাহিত্য
২. জনাব আল মাহমুদ	সাহিত্য
৩. প্রয়াত সত্যেন সেন	সাহিত্য (মরণোত্তর)
৪. জনাব আসকার ইবনে শাইখ	সাহিত্য
৫. মরহুম ওস্তাদ মুন্সী রইসউদ্দীন	সংগীত (মরণোত্তর)
৬. জনাব মোবারক হোসেন খান	সংগীত
৭. মরহুম ধীর আলী মিয়া	সংগীত (মরণোত্তর)

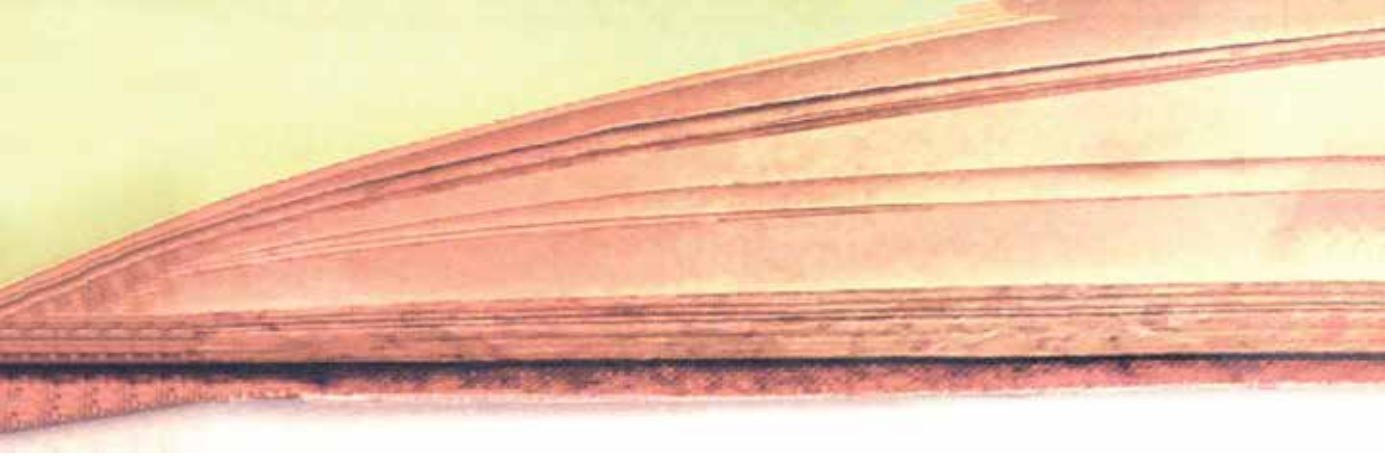

১৯৮৫ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. জনাব আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ খান	সাহিত্য
২. জনাব গাজী শামছুর রহমান	সাহিত্য
৩. ড. আবদুল্লাহ আল-মুতী-শরফুদ্দীন	শিক্ষা
৪. প্রয়াত ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেব	শিক্ষা (মরণোত্তর)
৫. জনাব মোহাম্মদ আবদুল জব্বার	শিক্ষা
৬. জনাব কলিম শরাফী	সংগীত
৭. ওস্তাদ আবেদ হোসেন খান	সংগীত
৮. সৈয়দ জাহাঙ্গীর	চারুকলা

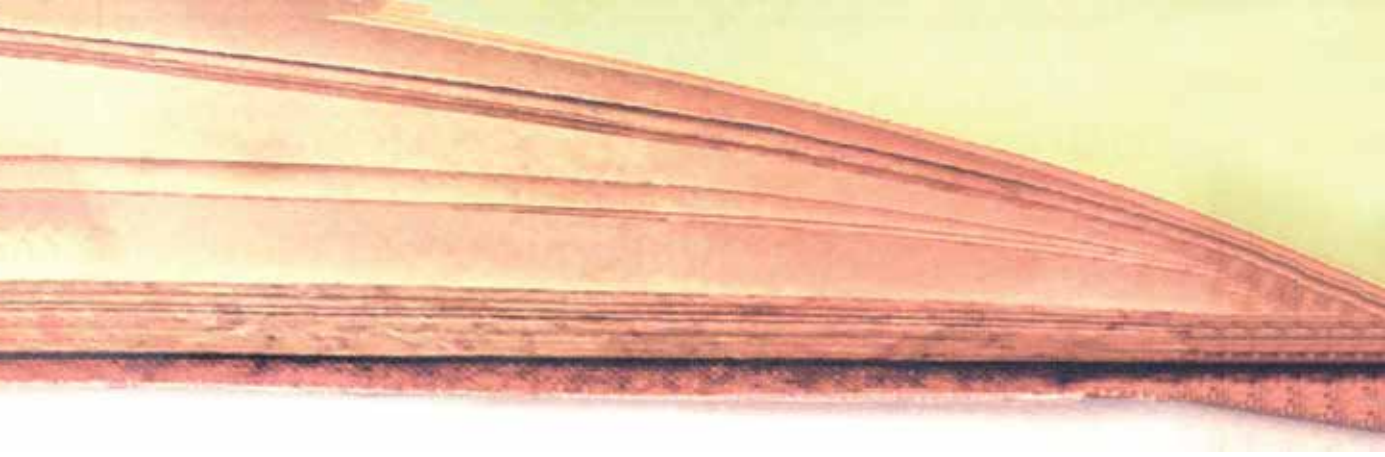

১৯৮৪ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. ড. আনিসুজ্জামান	শিক্ষা
২. মরহুম অধ্যাপক হাবিবুর রহমান	শিক্ষা (মরণোত্তর)
৩. মরহুম সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্	সাহিত্য (মরণোত্তর)
৪. মরহুম হাসান হাফিজুর রহমান	সাহিত্য (মরণোত্তর)
৫. সৈয়দ শামসুল হক	সাহিত্য
৬. জনাব রশীদ করীম	সাহিত্য
৭. মরহুম সিকান্দার আবু জাফর	সাংবাদিকতা (মরণোত্তর)
৮. মরহুম ওস্তাদ মীর কাশেম খান	সংগীত (মরণোত্তর)
৯. জনাব সাবিনা ইয়াসমিন	সংগীত
১০. জনাব এ. টি. এম. আবদুল কাইয়ুম চৌধুরী	চারুশিল্প

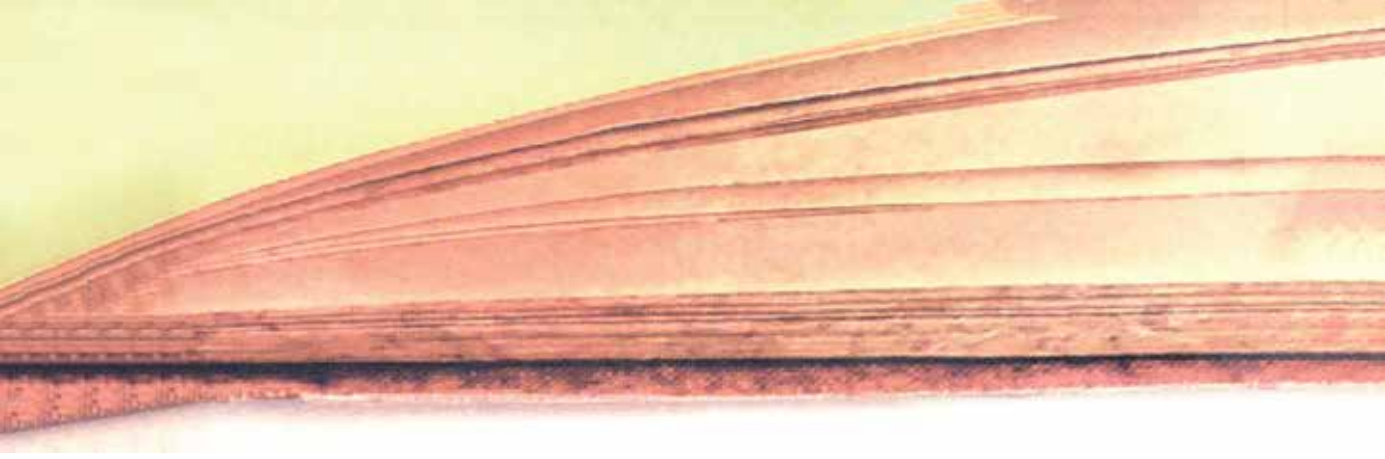

১৯৮৩ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. জনাব শওকত ওসমান	সাহিত্য
২. জনাব সানাউল হক	সাহিত্য
৩. জনাব আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী	সাহিত্য
৪. জনাব এম. এ. কুদ্দুস	শিক্ষা
৫. মরহুম শহীদুল্লা কায়সার	সাংবাদিকতা (মরণোত্তর)
৬. মরহুম সৈয়দ নূরুদ্দীন	সাংবাদিকতা (মরণোত্তর)
৭. জনাব আবু জাফর শামসুদ্দীন	সাংবাদিকতা
৮. জনাব মোহাম্মদ কিবরিয়া	চিত্রশিল্প
৯. জনাব বারীণ মজুমদার	সংগীত

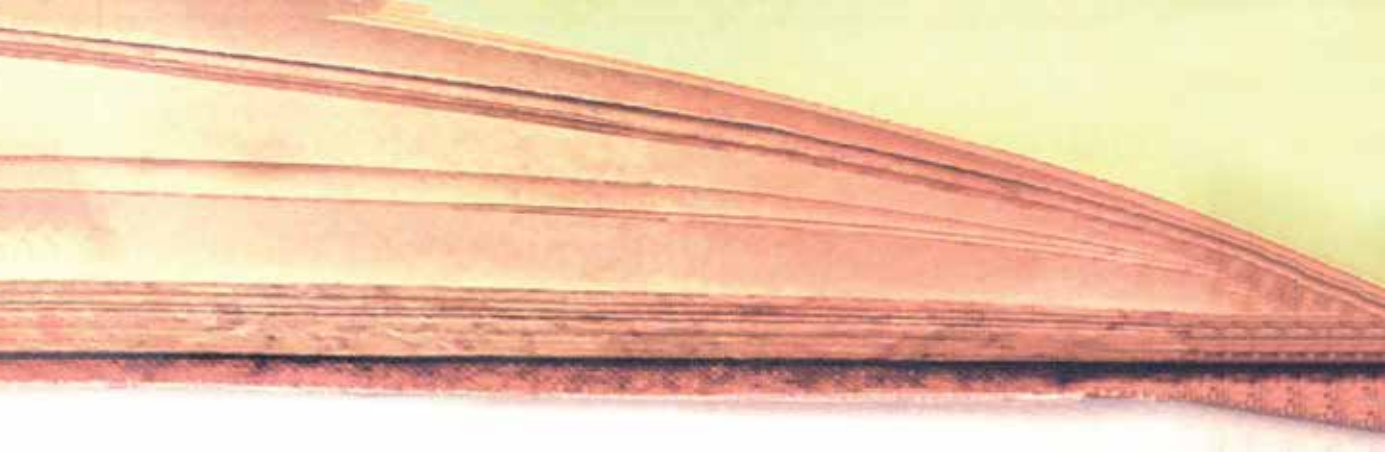

১৯৮২ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান	সাহিত্য
২. মরহুম কবি আবুল হাসান	সাহিত্য (মরণোত্তর)
৩. কবি তালিম হোসেন	সাহিত্য
৪. জনাব আবদুল হাকিম (খান বাহাদুর)	শিক্ষা
৫. ওস্তাদ ফুল মোহাম্মদ	সংগীত
৬. জনাব এস. এম. সুলতান	চারুশিল্প
৭. জনাব জি. এ. মান্নান	নৃত্য
৮. জনাব সানাউল্লাহ নূরী	সাংবাদিকতা

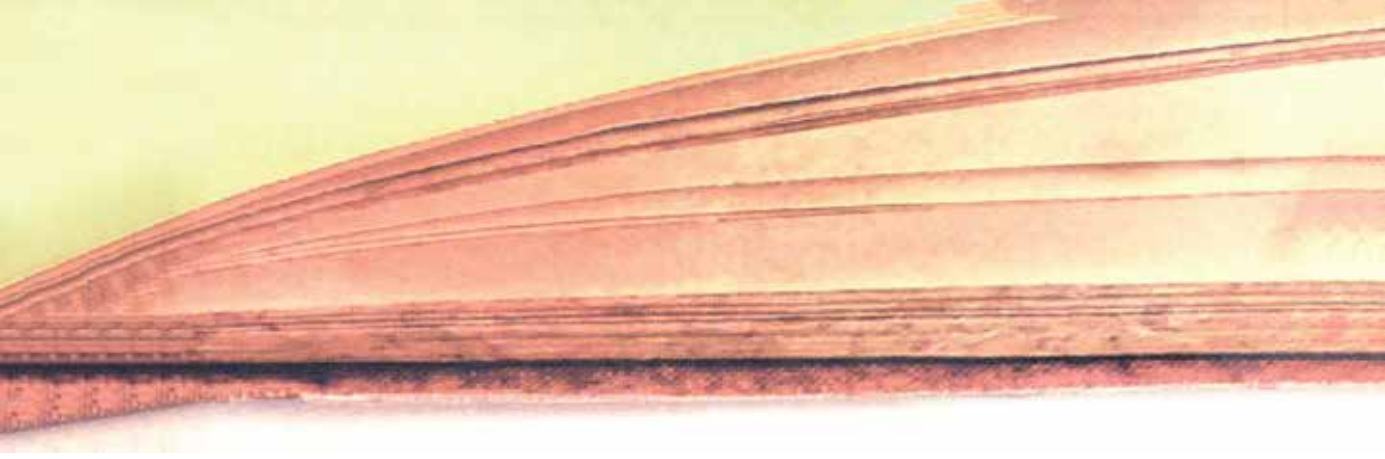

১৯৮১ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. জনাব আবু রুশদ মতিন উদ্দিন	সাহিত্য
২. জনাব আমিনুল ইসলাম	চারুশিল্প
৩. জনাব আবদুল হালিম চৌধুরী	সংগীত
৪. জনাব মমতাজ আলী খান	সংগীত
৫. মরহুম গওহর জামিল	নৃত্য (মরণোত্তর)
৬. জনাব মোহাম্মদ জাকারিয়া	নাট্যশিল্প
৭. মরহুম জহুর হোসেন চৌধুরী	সাংবাদিকতা (মরণোত্তর)
৮. জনাব ওবায়েদ-উল হক	সাংবাদিকতা
৯. ড. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম	শিক্ষা

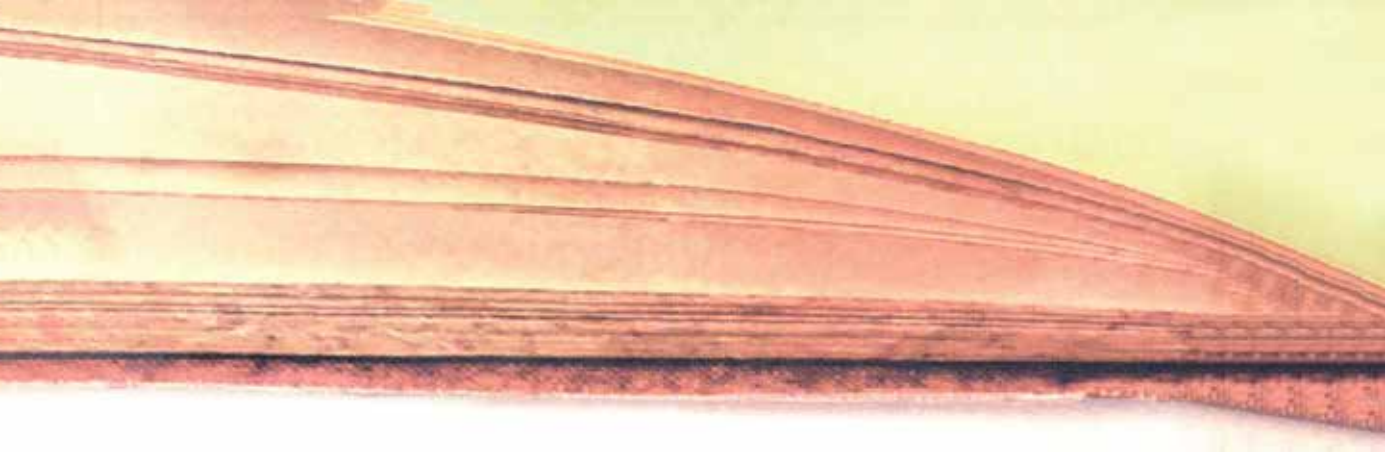

১৯৮০ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. জনাব আবুল হোসেন	সাহিত্য
২. জনাব বেদার উদ্দিন আহমদ	সংগীত
৩. জনাব মোহাম্মদ আবদুল জব্বার	সংগীত
৪. জনাব হামিদুর রাহমান	শিল্প
৫. জনাব মুর্তজা বশীর	শিল্প
৬. জনাব রণেন কুশারী	নাট্যশিল্প
৭. জনাব মুজীবুর রহমান খাঁ	সাংবাদিকতা
৮. জনাব মোহাম্মদ ফেরদাউস খান	শিক্ষা

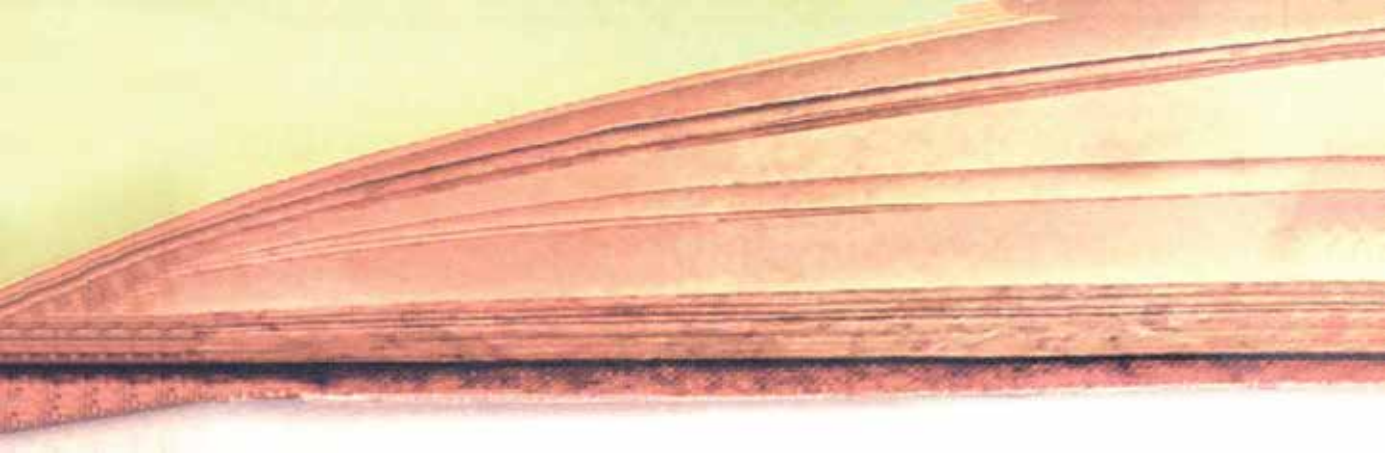

১৯৭৯ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. মরহুম কবি আজিজুর রহমান	সাহিত্য (মরণোত্তর)
২. কবি বে-নজীর আহমদ	সাহিত্য
৩. জনাব আবদুল লতিফ	সংগীত
৪. শেখ লুৎফর রহমান	সংগীত
৫. জনাব আবদুল ওয়াহাব	সাংবাদিকতা
৬. জনাব মোহাম্মদ মোদাব্বের	সাংবাদিকতা
৭. ড. মুহম্মদ এনামুল হক	শিক্ষা

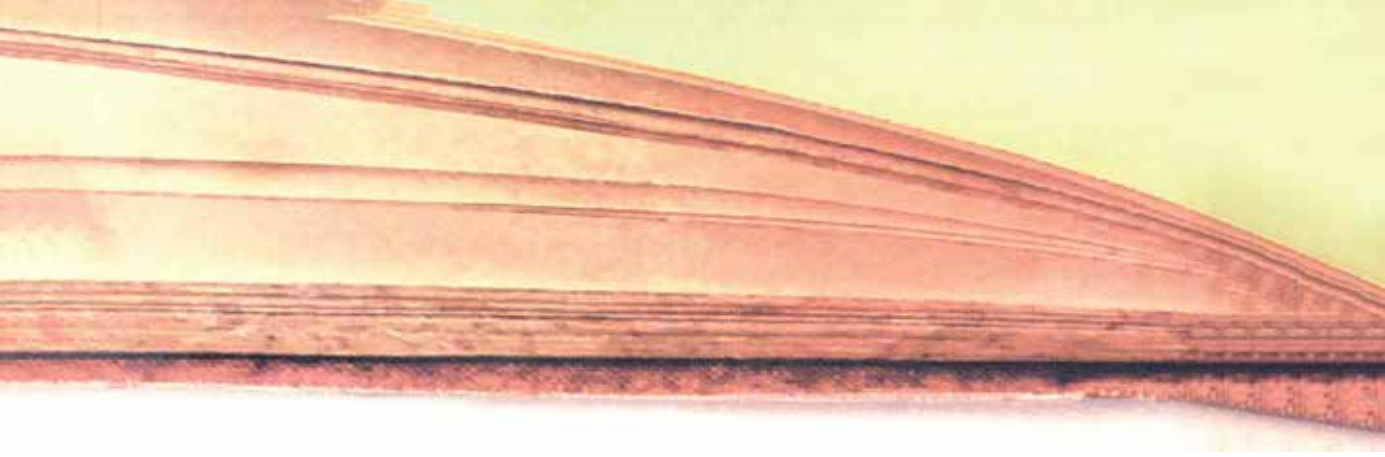

১৯৭৮ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন	সাহিত্য
২. কবি আহসান হাবীব	সাহিত্য
৩. সুফী জুলফিকার হায়দার	সাহিত্য
৪. জনাব মাহবুব-উল-আলম	সাহিত্য
৫. জনাব নূরুল মোমেন	সাহিত্য
৬. মরহুমা বেগম আভা আলম	সংগীত (মরণোত্তর)
৭. জনাব সফিউদ্দিন আহম্মদ	শিল্প
৮. শহীদ সিরাজুদ্দীন হোসেন	সাংবাদিকতা (মরণোত্তর)
৯. ড. সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন	শিল্প

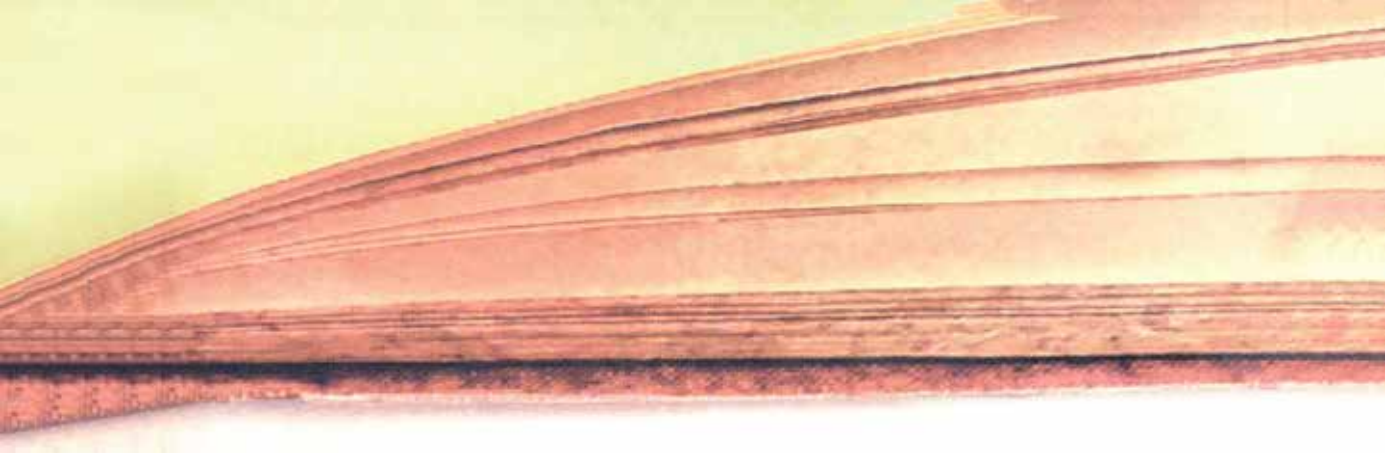

১৯৭৭ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. জনাব মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন	সাহিত্য
২. ওস্তাদ গুল মোহাম্মদ খান	সংগীত
৩. অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ	শিক্ষা
৪. মরহুম কবি ফররুখ আহমদ	সাহিত্য (মরণোত্তর)
৫. কবি মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা	সাহিত্য
৬. খন্দকার আবদুল হামিদ	সাংবাদিকতা
৭. ড. এ. কে. এম. আইয়ুব আলী	শিক্ষা
৮. কবি শামসুর রাহমান	সাহিত্য
৯. মরহুম জহির রায়হান	নাট্যশিল্প (মরণোত্তর)
১০. জনাব রশিদ চৌধুরী	চারুশিল্প
১১. মরহুম আবদুল আলীম	সংগীত (মরণোত্তর)
১২. মরহুম আলতাফ মাহমুদ	সংগীত (মরণোত্তর)
১৩. বেগম ফেরদৌসী রহমান	সংগীত

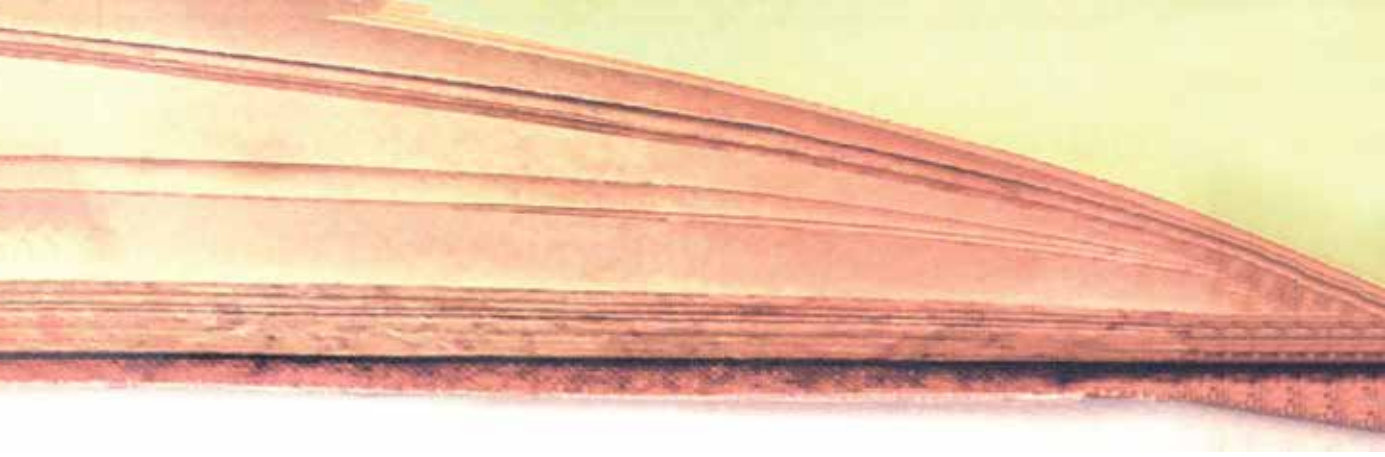

১৯৭৬ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. কবি কাজী নজরুল ইসলাম	সাহিত্য
২. ড. মুহাম্মদ কুদরাত-এ-খুদা	শিক্ষা
৩. কবি জসীমউদ্‌দীন	সাহিত্য
৪. বেগম সুফিয়া কামাল	সাহিত্য
৫. কবি আবদুল কাদির	সাহিত্য
৬. প্রফেসর মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন	শিক্ষা
৭. মরহুম তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া)	সাংবাদিকতা (মরণোত্তর)
৮. জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীন	সাংবাদিকতা
৯. জনাব আবদুস সালাম	সাংবাদিকতা

২০১৮-২০২২ সাল পর্যন্ত একুশে পদক প্রদান অনুষ্ঠানের কিছু আলোকচিত্র

একুশে পদক ২০২২ প্রদান অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

একুশে পদক ২০২২ প্রদান অনুষ্ঠানে মাননীয় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রীর সঙ্গে একুশে পদকপ্রাপ্ত কৃতীজন

একুশে পদক ২০২১ প্রদান অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

একুশে পদক ২০২১ প্রদান অনুষ্ঠানে মাননীয় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রীর সঙ্গে একুশে পদকপ্রাপ্ত কৃতীজন

একুশে পদক ২০২০ প্রদান অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একুশে পদকপ্রাপ্ত কৃতীজন

একুশে পদক ২০২০ প্রদান অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একুশে পদকপ্রাপ্ত কৃতীজন

একুশে পদক ২০১৯ প্রদান অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একুশে পদকপ্রাপ্ত কৃতীজন

একুশে পদক ২০১৯ প্রদান অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি ও সচিব ড. মো. আবু হেনা মোস্তফা কামাল এনডিসির সাথে পদকপ্রাপ্ত কৃতীজন

একুশে পদক ২০১৮ প্রদান অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একুশে পদকপ্রাপ্ত কৃতীজন